শায়খ মুদ্দাসসির আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আরশাদ লুধি রহ. রচিত
"দিফায়ে মিল্লাতে ইবরাহিম" গ্রন্থের সরল অনুবাদ

মিল্লাতে ইবরাহিমের জাগরণ



আলী হাসান উসামা
অনূদিত

প্রকাশকের কথা

মুমিনের সম্পর্ক স্থাপিত হবে তাওহিদের ভিত্তিতে। তাওহিদের অনুসারী হলেই তবে তাঁর সাথে বন্ধন-ভালোবাসা। পক্ষান্তরে যারা তাওহিদের বিপরীতে অবস্থানে করবে; তাদের সাথে হবে মুমিনের সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা। চাই সে যেই হোক না কেন; হোক সে রক্তসম্পর্কীয় কেউ বা হোক মোড়লশ্রেণির কেউ। তাওহিদবিরোধী সকল মুশরিকের সাথে এমন সম্পর্কচ্ছেদেরই ঘোষণা দিয়েছিলেন ইবরাহিম আ. ও তাঁর অনুসারীগণ। তাই তো আল্লাহ তাআলা আমাদের উদ্দেশে বলেছেন—

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ

'তোমাদের জন্য ইবরাহিম এবং তাঁর সঙ্গীদের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ।' -সুরা মুমতাহিনা: ৪

এবং তিনি আমাদের আদেশ করেছেন—

فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

'সুতরাং তোমরা মিল্লাতে ইবরাহিমের অনুসরণ করো, যিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সঠিক পথের ওপর আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।'-সুরা আলে ইমরান: ৯৫

আলহামদুলিল্লাহ্, বক্ষমান গ্রন্থটিতে মিল্লাতে ইবরাহিমের পরিচয়, দাবি এবং তা প্রতিষ্ঠার

শাইখ মুদ্দাসসির আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আরশাদ লুধি রহ.-এর
দিফায়ে মিল্লাতে ইবরাহিম গ্রন্থের সরল অনুবাদ

মিল্লাতে ইবরাহিমের জাগরণ

শাইখ মুদ্দাসসির আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আরশাদ লুধি রহ.-এর
দিফায়ে মিল্লাতে ইবরাহিম গ্রন্থের সরল অনুবাদ

মিল্লাতে ইবরাহিমের জাগরণ

আলী হাসান উসামা
অনূদিত

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

মিল্লাতে ইবরাহিমের জাগরণ
আলী হাসান উসামা

পরিবেশক
খিদমাহ্ শপ.কম
ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮০ ১৯৩৯ ৭৭৩৩৫৪

অনলাইন পরিবেশক
khidmahshop.com
wafilife.com
amaderboi.com

প্রচ্ছদ
আবু হামজা

প্রকাশকাল
জামাদিউস সানি ১৪৩৯ হিজরী / ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ঈসায়ী

নির্ধারিত মূল্য : ৯০ টাকা মাত্র

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮০ ১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD

আল ইহদা

নব্য জাহিলিয়াতের যুগে, নৈতিক অবক্ষয়ের যুগে, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ক্রান্তিলগ্নে এবং নববি আদর্শের ধারকদের ভয়াবহ দুঃসময়ে যারা মিল্লাতে ইবরাহিম প্রতিষ্ঠার আলোকিত স্বপ্নে বুক বাঁধে— সেই মহান গুরাবা কাফেলার উদ্দেশ্যে। সুন্দর এবং দীপ্ত হোক তোমাদের আগামীর পথচলা।

বিষয়সূচি

সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা ৯
ভূমিকা ১১
দীন, মিল্লাত এবং শরিয়তের পার্থক্য ১২
মিল্লাতে ইবরাহিম নিয়ে আলোচনা কেন প্রয়োজন ১৬
মিল্লাতে ইবরাহিমের পরিচয় ১৯
শুধু মিল্লাতে ইবরাহিম অনুসরণের নির্দেশ কেন ২১
মিল্লাতে ইবরাহিমের মূল বৈশিষ্ট্য ২৪
কিতাব এবং সুন্নাহর মানহাজ ২৭
কিতাব এবং সুন্নাহর পথ থেকে বিচ্যুতি ৩০
মিল্লাতে ইবরাহিমের বিবরণ ৩৩
মিল্লাতে ইবরাহিম মানুষের মধ্যে পার্থক্যকারী ৩৫
মিল্লাতে ইবরাহিমের অনুধাবন এবং মিল্লাতে ইবরাহিম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভ্রান্তি ৩৭
মিল্লাতে ইবরাহিম প্রতিষ্ঠার সঠিক পন্থা ৪০
তোষামোদি এবং নীরবতা অবলম্বনের দ্বারা কখনো দীন কায়েম হয় না; বরং দীন কায়েমের পন্থা হলো, প্রকাশ্যে সত্যের ঘোষণা দেওয়া এবং বিপদাপদ ও কষ্টের ওপর ধৈর্য ধারণ করা ৪৩
ইমানের প্রকৃত দাবি নাকি শুধু আত্মতুষ্টি ৪৬
ফিতনার এই সময়ে ইমানের হিফাজত ৪৮
তৃতীয় দলের বিবরণ ৫০
মুক্তিপ্রাপ্ত দলের কিছু বৈশিষ্ট্য ৫১
অগ্রহণীয় অজুহাতসমূহ ৫১
দীনের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পন্থা ৫৫

সত্যের নিগূঢ় পথের সকল বিপদ অগ্রাহ্য করেছে যারা, সত্যের পথে
টিকেথাকারীদের এবং সত্য-ইতিহাসের নতুন পরিচিতি ৮৭
সত্য পথ থেকে বিচ্যুতকারী ব্যক্তিবর্গ ৯০
সমস্যা এবং তাদের জেহাদ ৯২
কে বলবে দুনিয়ার স্বরূপ ৯৪
পরিশিষ্ট ৯৫

সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা

তাগুতের প্রতি— সকল যুগে, সকল সময়ে এবং সকল দেশে;
তাগুতের প্রতি— শাসক বা প্রশাসক, কিসরা বা কায়সার, ফিরাউন বা রাষ্ট্রপতি, সম্রাট বা অধিপতি;
তাগুতের প্রতি— তাগুতের ধারক এবং দরবারি আলিমদের প্রতি;
তাগুতের প্রতি— তাগুতের সৈন্যবাহিনী, রক্ষীবাহিনী, সংবাদকর্মী, তথ্য-সরবরাহকারী এবং তাগুতের সকল সহযোগীর প্রতি;
এদের সকলের প্রতি—
'তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর যা-কিছুর উপাসনা করছ, এসব কিছুর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।'
তোমাদের দুর্গন্ধময় ধারা-কার্যক্রম, কুরআন-সুন্নাহ বিবর্জিত মতবাদ-মতাদর্শ, মানবরচিত আইন-সংবিধানের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তোমাদের আইন-আদালত, বিচার-আচার, সংস্থা-প্রশাসন, ইতিহাস-ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

> আমরা তোমাদের অস্বীকার করলাম। আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে গেছে— যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ইমান আনয়ন করবে।[১]

যতকাল দেহে প্রাণ থাকে, যতকাল রক্তে প্রবাহ থাকে, ততকাল আমরা জিইয়ে রাখবো তোমাদের প্রতি শত্রুতা এবং বিদ্বেষ। যারা মহান সৃষ্টিকর্তার আসন দখল করার প্রচেষ্টায় রত হয়েছে, যারা নিজ কাঁধে মহান প্রতিপালকের দায়িত্ব তুলে নিয়েছে, যারা শরিয়তকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করেছে, যারা নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য ইসলামের মধ্যে পরিবর্তন-পরিমার্জনের পথ খুলেছে— তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। দাওয়াতের প্রয়োজনে সাময়িক সৌজন্যমূলক আচরণ করলেও, সামাজিক সহাবস্থানের কারণে কিছুকাল নীরব অবস্থানে থাকলেও আমাদের অন্তরজুড়ে রয়েছে তোমাদের জন্য শুধুই শত্রুতা এবং ঘৃণা— যাবত না তোমরা আল্লাহর শাসনব্যবস্থা মেনে নাও, জীবনের সব ক্ষেত্রে ইসলামের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নাও; যাবত না তোমরা কুফর এবং শিরক থেকে পবিত্র হও, ইসলাম এবং মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্রের পরিসমাপ্তি ঘটাও।

....

১. সুরা মুমতাহিনা: ৪

ভূমিকা

পবিত্র কুরআনের একটি শব্দও অনর্থক নয়। যে বিষয়গুলো কুরআনে গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদেরও উচিত সেই বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা। আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতে এই উম্মাহকে 'মিল্লাতে ইবরাহিম' অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। ইবরাহিম عليه السلام-এর কথা মোট পঁচিশটি সুরায় উল্লেখ করেছেন। কুরআনে তাঁর বর্ণনা এসেছে সর্বমোট উনসত্তর বার। আল্লাহ ﷻ তাঁর থেকে অনেক পরীক্ষা নিয়েছেন। সবগুলো পরীক্ষায় তিনি সফলভাবে কৃতকার্য হয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস رضي الله عنه বলেন, ইবরাহিম عليه السلام ছাড়া এমন কেউ নেই, যিনি দীনের ব্যাপারে পরীক্ষিত হয়ে সম্পূর্ণভাবে কৃতকার্য হয়েছেন। তিনি ইসলামের ব্যাপারে পরীক্ষিত হয়েছেন। সফলতার সাথে তিনি তা পূর্ণ করেছেন।[2]

ইবরাহিম عليه السلام-এর অসংখ্য গুণের বর্ণনা কুরআনে এসেছে। তার মধ্যে এগারোটি গুণের কথা সবিশেষ গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে। হাদিসেও এসেছে তাঁর অনেক গুণের বর্ণনা। ইবরাহিম عليه السلام-এর পরের নবিগণ তাঁর মিল্লাতেরই অনুসরণ করেছেন। উল্লেখ্য যে, ইবরাহিম عليه السلام-এর পরে সকল নবি তাঁর বংশ থেকেই এসেছেন। আল্লাহ ﷻ সুরা আনআম (আয়াত: ৮৪), সুরা আনকাবুত (আয়াত: ২৭) এবং আরও একাধিক আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। ইবরাহিম عليه السلام-এর ছেলে ইসহাক عليه السلام। তাঁর ছেলে ইয়াকুব عليه السلام, কুরআনের ভাষায় যিনি 'আসবাতে'র পিতা। তাঁদের থেকেই এসেছে বনি ইসরাইলের সকল নবি। সর্বশেষ ইসা عليه السلام-এর মাধ্যমে যে ধারার সমাপ্তি ঘটেছে। এরপর মুহাম্মাদে আরাবি ﷺ এসেছেন ইবরাহিম عليه السلام-এর আরেক সন্তান ইসমাইল عليه السلام-এর বংশ থেকে। আর তাঁর মাধ্যমেই নবুয়তের চির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। সুতরাং ইবরাহিম عليه السلام জাতিরও পিতা, তাঁর পরবর্তী নবিগণেরও পিতা।

ইবরাহিম عليه السلام-এর বড় বৈশিষ্ট্য— তিনি ছিলেন 'হানিফ'। পবিত্র কুরআনে হানিফ শব্দটি বারো বার এসেছে। আট বার-ই এসেছে তাঁর নামের সাথে যুক্ত হয়ে। আমাদেরও 'হানিফ মুসলিম' হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 'হানিফ' শব্দের সরল অর্থ— খাঁটি বিশ্বাসী, একনিষ্ঠ, অসত্য ত্যাগ করে সত্য গ্রহণকারী, কুফর এবং শিরক থেকে মুক্ত থেকে দীন ইসলাম গ্রহণকারী, সিরাতে মুসতাকিম তথা

২. তাফসিরে তাবারি: ১/৫৭২

সরল পথের ওপর স্থির অটল এবং অবিচল।

দাওয়াতের ক্ষেত্রেও ইবরাহিম ﷺ এক অনুপম আদর্শ। কী সুন্দর হিকমাতের সাথে তিনি দাওয়াত দিয়েছেন তাঁর বাবা আজরকে, তাঁর সম্প্রদায়ের উভয় দল— মূর্তিপূজারি এবং তারকাপূজারিদেরকে, বাবেলের শাসক নমরুদকে, যে ছিল সাম ইবনু নুহের বংশধর। তাঁর থেকে দাওয়াতের পন্থা শেখাটাও দায়িদের জন্য অপরিহার্য; উপরন্তু আল্লাহ ﷻ তো বলেই দিয়েছেন—

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْ إِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَه

'তোমাদের জন্য ইবরাহিম এবং তাঁর সঙ্গীদের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ।'[৩]

আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও আল্লাহর জন্য শত্রুতা পোষণ করা হাদিসের ভাষায়— আল্লাহ ﷻ-এর নিকট সবচে' পছন্দনীয় আমল। 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' তাওহিদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মিল্লাতে ইবরাহিমের অন্যতম বৈশিষ্ট্যও এগুলো। ইবরাহিম ﷺ সম্পর্কে জানার আছে অনেক কিছু। আল্লাহ ﷻ আমাদের তাঁর সম্পর্কে জানার ও নিজেদের মধ্যে তাঁর মহান আদর্শ বাস্তবায়ন করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

দীন, মিল্লাত এবং শরিয়তের পার্থক্য

সকল নবির দীন এবং মিল্লাত এক ও অভিন্ন। মিল্লাত কখনও রহিত হয়নি, হবেও না। আদি থেকে অন্ত— একই মিল্লাত চলছে, চলবে। হাঁ, প্রত্যেকের শরিয়ত-ই ভিন্ন ভিন্ন। আমাদের শরিয়ত পূর্বের সকল শরিয়তকে রহিত করে দিয়েছে। এখন কেউ পূর্ববর্তী কোনো নবির শরিয়ত অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে চাইলে তার জন্য সে অবকাশ নেই। প্রত্যেককে আবশ্যিকভাবে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আনীত শরিয়ত মেনে চলতে হবে। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই এই শরিয়ত থেকে কিছুতেই বিমুখ হওয়া যাবে না। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي

'ওই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! যদি মুসা ﷺ জীবিত থাকতেন; তবে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তাঁর কোনো গত্যন্তর থাকত না।'[৪]

....

৩. সুরা মুমতাহিনা: ৪

সকল নবির দীন এক ও অভিন্ন ছিল— এর প্রমাণ কী?

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ. متفق عليه.

'নবিগণ সকলে বৈমাত্রেয় ভাই। তাঁদের মা ভিন্ন; কিন্তু সবার দীন এক।'[৫]

সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ বলেন—

الْكُفْرُ مِلَّةٌ، وَالْإِسْلَامُ مِلَّةٌ

'কুফর এক মিল্লাত এবং ইসলাম আরেক মিল্লাত।'[৬]

অর্থাৎ মিল্লাত মূলত দুটি— কুফর এবং ইসলাম। এর বাইরে আর কোনো মিল্লাত নেই। কুরআনেও এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। আল্লাহ ﷻ বলেন—

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

'ইহুদি ও খ্রিস্টানেরা তোমার ওপর কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না, যাবত না তুমি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করো।'[৭]

আল্লাহ ﷻ বলেন—

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য দীন শুধুই ইসলাম।'[৮]

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন অবলম্বন করার ইচ্ছে করবে, তার থেকে কিছুতেই সে দীন গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'[৯]

তিনি আরও বলেন—

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلا نَصْرَانِيّاً وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

'ইবরাহিম ইহুদি ছিল না, খ্রিস্টানও ছিল না। সে তো ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম। মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না কখনোই।'[১০]

মৃত্যুর সময়ে ইবরাহিম ﷺ তাঁর সন্তানসন্ততিদের উদ্দেশ্যে ওসিয়ত করছেন, কুরআনের ভাষায়—

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

'ইবরাহিম তার সন্তানদেরকে ওসিয়ত করল এবং ইয়াকুবও (তার সন্তানদেরকে)— হে আমার পুত্রগণ, আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দীনকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমাদের মৃত্যু যেন এ অবস্থায়ই আসে, যখন তোমরা মুসলিম থাকবে।'[১১]

এজন্যই আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের অসংখ্য জায়গায় রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে এবং তাঁর উম্মাহকে মিল্লাতে ইবরাহিম অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

{দেখুন— সুরা বাকারা: ১৩০, ১৩৫; আলে ইমরান: ৯৫; নিসা: ১২৫; আনআম- ১৬১; নাহল: ১২৩; হজ: ৭৮}

(উল্লেখ্য, দীন এবং মিল্লাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি, যার ওপর ইসলামের ভিত্তি; যথা— আকিদা-বিশ্বাস, উত্তম চারিত্রিক গুণাবলি ইত্যাদি। আর শরিয়ত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আমল সংক্রান্ত ফিকহি বিষয়গুলো।)

কিন্তু কোথাও ইবরাহিম ﷺ-এর শরিয়ত অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়নি এবং কারও জন্য সে অবকাশও রাখা হয়নি। মক্কার মুশরিকরা দাবি করত, তারা মিল্লাতে ইবরাহিমের অনুসারী। তাদের দাবির প্রেক্ষিতে আল্লাহ ﷻ এই উম্মাহকে মিল্লাতে ইবরাহিম অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং মক্কার মুশরিকদের সামনে

১০. সুরা আলে ইমরান: ৬৭

১১. সুরা বাকারা: ১৩২

খুলে খুলে তাদের দাবির অসারতা বর্ণনা করেছেন। এজন্য কোনো মুসলিম যদি দাবি করে, আমি মিল্লাতে ইবরাহিমের ওপর আছি, তবে তার কথা ভুল হবে না। একথার কারণে তার ওপর মুরতাদের বিধান আরোপ করার কোনোই সুযোগ নেই। সে তো কুরআনের কথাই তার মুখে উচ্চারণ করেছে মাত্র। অন্য কোনো নবির নাম নিয়েও যদি বলে, যেমন— আমি মিল্লাতে নুহের ওপর আছি; তাহলে সেক্ষেত্রেও একই কথা। তবে একথা বলার কোনো অবকাশ নেই যে, আমি অমুক নবির শরিয়তের ওপর আছি। কেননা, সকল নবির মিল্লাত একই। আর তা হলো ইসলাম। কিন্তু প্রত্যেকের শরিয়ত ভিন্ন ভিন্ন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ

‘আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র শরিয়ত এবং পথ নির্ধারণ করেছি। আল্লাহ চাইলে তোমাদের সবাইকে একই উম্মাহ বানিয়ে দিতেন। কিন্তু তিনি (পৃথক শরিয়ত এজন্য দিয়েছেন) যাতে তিনি তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন, তা দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন।’[১২]

স্মর্তব্য যে— ক. মিল্লাত শব্দটি আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয় না। অনুরূপ উম্মাহর কোনো ব্যক্তির ওপরও এ শব্দ প্রয়োগ করা যাবে না। ‘মিল্লাতুল্লাহ’ বা ‘মিল্লাতে অমুক’ বলার কোনো অবকাশ নেই। খ. দীন শব্দটি যেমন আল্লাহর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়, তেমনি উম্মাহর ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রেও তা প্রয়োগ করা যায়। কোনো নির্দিষ্ট ফেরকার ব্যাপারেও বলা যায়। দীন শব্দটি মিল্লাত অর্থেও ব্যবহৃত হয়, আবার রূপক অর্থে শরিয়তের ব্যাপারে বা তার কোনো শাখাগত মাসআলার ব্যাপারেও ব্যবহার করা যায়।

{প্রয়োজনে দেখুন—তাফসিরে রুহুল মাআনি: ১/৩৭১}

১২. সুরা মায়িদা: ৪৮

মিল্লাতে ইবরাহিম নিয়ে আলোচনা কেন প্রয়োজন

পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতে আল্লাহ ﷻ তাঁর প্রিয় রাসুলকে মিল্লাতে ইবরাহিম অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন—

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

'এরপর আমি ওহির মাধ্যমে আপনার প্রতি এই বিধান অবতীর্ণ করেছি যে, আপনি মিল্লাতে ইবরাহিমের অনুসরণ করুন— যিনি নিজেকে আল্লাহর অভিমুখী করে রেখেছিলেন এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে শরিক করে, তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।'[১৩]

قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

'(হে নবি,) আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করেছেন, যা বক্রতা থেকে মুক্ত দীন— মিল্লাতে ইবরাহিম, যিনি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে আল্লাহর অভিমুখী করে রেখেছিলেন আর তিনি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।'[১৪]

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর উম্মাহকেও মিল্লাতে ইবরাহিমের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন—

فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

'সুতরাং তোমরা মিল্লাতে ইবরাহিমের অনুসরণ করো, যে ছিল সম্পূর্ণ সঠিক পথের ওপর আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'[১৫]

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

....

১৩. সুরা নাহল: ১২৩

১৪. সুরা আনআম: ১৬১

১৫. সুরা আলে ইমরান: ৯৫

'এবং তারা (ইহুদি-খ্রিস্টানরা মুসলিমদের) বলে, তোমরা ইহুদি বা খ্রিস্টান হয়ে যাও; তবে সঠিক পথ পেয়ে যাবে। বলে দাও, বরং আমরা তো মিল্লাতে ইবরাহিম মেনে চলবো, যিনি যথাযথ সরল পথের ওপর ছিলেন। তিনি সেই সব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্যদেরকে শরিক করত।'[১৬]

وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ

'এবং তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো, যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে (তার দীনের জন্য) মনোনীত করেছেন। তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। নিজেদের পিতা ইবরাহিমের দীনকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো। সে পূর্বেই তোমাদের নাম রেখেছে 'মুসলিম' এবং এ কিতাবেও (তোমাদের নাম তা-ই রাখা হয়েছে)। যাতে এই রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হতে পারেন আর তোমরা সাক্ষী হতে পার অন্যান্য মানুষের জন্য।'[১৭]

যারা মিল্লাতে ইবরাহিম অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করে, তাদের প্রশংসা করে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

'তার চেয়ে উত্তম দীন আর কার হতে পারে, যে সৎকর্মপরায়ণশীল হয়ে নিজেকে আল্লাহর সম্মুখে অবনত করেছে এবং একনিষ্ঠ ইবরাহিমের মিল্লাতের অনুসরণ করেছে! আর আল্লাহ ইবরাহিমকে খলিল (বিশিষ্ট বন্ধু)-রূপে গ্রহণ করেছেন।'[১৮]

....

১৬. সুরা বাকারা: ১৩৫

১৭. সুরা হজ: ৭৮

১৮. সুরা নিসা : ১২৫

যারা মিল্লাতে ইবরাহিম থেকে বিমুখ হয়, তাদের ভৎসনা করে আল্লাহ ﷻ বলেন—

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ

'যে নিজেকে নির্বোধ সাব্যস্ত করেছে সে ছাড়া আর কে ইবরাহিমের মিল্লাত পরিহার করে? বাস্তবতা তো এই যে, আমি দুনিয়ায় তাকে বেছে নিয়েছি আর আখিরাতে সে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'[১৯]

মিল্লাতে ইবরাহিমকে হানিফিয়্যাহও বলা হয়। অসংখ্য হাদিসে এর কথা উল্লেখ হয়েছে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ

'আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় দীন কোনটি? তিনি বললেন, সহজ সরল হানিফিয়্যাহ (মিল্লাতে ইবরাহিম)।'[২০]

إِنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتَعْلَمُ يَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً، إِنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ

'আয়িশা ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইহুদিরা অবশ্যই জানে যে, আমাদের দীনে ব্যাপকতা ও সার্বজনীনতা আছে। নিশ্চয়ই আমি সহজ সরল হানিফিয়্যাহ (মিল্লাতে ইবরাহিম)-সহ প্রেরিত হয়েছি।'[২১]

উল্লিখিত আয়াত এবং হাদিসের দ্বারা মিল্লাতে ইবরাহিমের গুরুত্বের কথা অনুমিত হয়। কেউ কেউ এই আয়াত এবং হাদিসগুলো জেনে সংশয়গ্রস্থ হয়ে পড়ে। তার অন্তরে প্রশ্ন জাগে— আমরা তো দীন ইসলামের অনুসারী। আমাদের নবি তো

....

১৯. সুরা বাকারা : ১৩০

২০. সহিহ বুখারি: ১/৯৩; আল-আদাবুল মুফরাদ: ২৮৭; আল-মুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ২১০৭

২১. আল-মুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ২৪৮৫৫

হযরত মুহাম্মাদ ﷺ। আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইসলামকে পরিপূর্ণ দীন বলে উল্লেখ করেছেন। ইসলাম ছাড়া আর কোনো দীন তার কাছে গ্রহণীয় নয় বলে ঘোষণা করেছেন। কুরআন বলছে—

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

> 'যে ইসলাম ছাড়া অন্য যে-কোনো দীন গ্রহণ করতে চাইবে, তার থেকে আল্লাহ কখনও তা গ্রহণ করবেন না এবং সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' (৩:৮৫)

তাছাড়া আমাদের শরিয়ত তো পূর্বের সকল শরিয়তকে রহিত করে দিয়েছে। এমনকি রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— 'যদি মুসা ﷺ জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তারও কোনো গত্যন্তর থাকত না।'

এতদসত্ত্বেও নবিজি ﷺ-কে এবং আমাদেরকে মিল্লাতে ইবরাহিম অনুসরণ করতে বলার এবং তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার নির্দেশ দেওয়ার হেতু কী? মিল্লাতে ইবরাহিম আসলে কী? আমরা কি মিল্লাতে ইবরাহিম মেনে চলবো, না ইসলাম মেনে জীবন পরিচালনা করবো? আর শুধু ইবরাহিম ﷺ-এর মিল্লাত অনুসরণ করতে বলার পেছনে রহস্য কী? অন্যান্য নবিগণের নামও তো বলা যেত। কেন তা না করে শুধুই মিল্লাতে ইবরাহিম অনুসরণ করতে বলা হলো? আমরা কীভাবে মিল্লাতে ইবরাহিমের অনুসারী হতে পারি? কীভাবে ইবরাহিম ﷺ-এর আদর্শ আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি? হ্যাঁ, সাধারণ পাঠকদের অন্তরে জেগে ওঠা এসব প্রশ্নের সমাধানের জন্যই আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস— 'মিল্লাতে ইবরাহিমের জাগরণ।' আল্লাহ তাআলা আমাদের এ প্রয়াসকে কবুল করুন। আমাদের সবার যিন্দেগিতে মিল্লাতে ইবরাহিম পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

মিল্লাতে ইবরাহিমের পরিচয়

মিল্লাতে ইবরাহিমের অপর নাম হলো হানিফিয়্যাত। হানিফিয়্যাতের অনুসারী ব্যক্তিকে বলা হয়—হানিফ। যার বহুবচন হুনাফা। হানিফ এবং হুনাফা শব্দদুটি পবিত্র কুরআনে সর্বমোট বারো বার উল্লেখ হয়েছে। এর মধ্যে আট বার ইবরাহিম

عليه السلام-এর সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় উল্লেখিত হয়েছে।

{দেখুন—সুরা বাকারা: ১৩৫; সুরা আলে ইমরান: ৬৭, ৯৫; সুরা নিসা: ১২৫; সুরা আনআম: ৭৯, ১৬১; সুরা নাহল: ১২০, ১২৩}

কুরআনের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়, মিল্লাতে ইবরাহিমের হাকিকত নিয়ে বহু গোষ্ঠী পারস্পরিক মতবিরোধ লালন করত। যেমন— ইহুদিরা দাবি করত, ইবরাহিম عليه السلام ছিলেন একজন ইহুদি। অর্থাৎ, মিল্লাতে ইবরাহিম মূলত ইহুদি ধর্ম। তারা তাদের দাবির পক্ষে প্রমাণস্বরূপ এ কথা বলত, ইহুদি জাতি হলো ইসহাক عليه السلام-এর সন্তান। আর ইসহাক عليه السلام হলেন ইবরাহিম عليه السلام-এর পুত্র। যার ফল দাঁড়াচ্ছে, তারা পৈতৃক সূত্রে যে ধর্ম পেয়েছে, তা-ই ইবরাহিম عليه السلام-এর ধর্ম—মিল্লাতে ইবরাহিম।

একই দাবি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ও করত। তারা বলত, ইসা عليه السلام-এর বংশধারা তাঁর মায়ের সূত্রে ইবরাহিম عليه السلام-এর সঙ্গে গিয়ে মিলেছে। তাই ইসা عليه السلام যে ধর্মের দাওয়াত দিয়েছেন, তা মূলত তাঁর পিতা ইবরাহিম عليه السلام-এর ধর্মই। আর এরই নাম— মিল্লাতে ইবরাহিম। অর্থাৎ খ্রিস্টান সম্প্রদায় খ্রিস্টবাদকেই মিল্লাতে ইবরাহিম মনে করত।

অপরদিকে মক্কার মুশরিকদের দাবি ছিল, তারা যে আদর্শ লালন করছে এবং যে আচাররীতি পালন করছে, তা-ই মূলত মিল্লাতে ইবরাহিম। কেননা, আরবজাতির উৎপত্তি ঘটেছে জুরহুম গোত্র থেকে; জমজম কূপের ঘটনার পর যারা জমজমের আশেপাশেই নিবাস গড়েছিল। ইবরাহিম عليه السلام-এর পুত্র ইসমাইল عليه السلام এই জুরহুম গোত্রেই বিয়ে করেছিলেন। তাই আরবরা পৈতৃক সূত্রে যে ধর্ম পেয়েছে, তাকেই তারা ইবরাহিম عليه السلام-এর দীন তথা মিল্লাতে ইবরাহিম ভাবত।

মহান আল্লাহ তাআলা সুরা বাকারার ১৩০-১৪০ এবং সুরা আলে ইমরানের ৬৫-৬৮ আয়াতে এই তিনও গোষ্ঠীর অসার দাবিকে খণ্ডন করেছেন এবং তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, ইবরাহিম عليه السلام-এর দীন ছিল ইসলাম। বিকৃত ইহুদিবাদ ও খ্রিস্টবাদ কখনোই তার ধর্ম নয়। ইবরাহিম عليه السلام কখনও শিরকেও লিপ্ত হননি। তাই উল্লিখিত তিনও গোষ্ঠী মূলত নির্বোধ ছাড়া কিছু নয়। তারা ইবরাহিম عليه السلام-এর ওপর মিথ্যাচার বৈ কিছু করছে না; বাস্তবতার সঙ্গে যার ন্যূনতম কোনো সম্পর্ক নেই।

শুধু মিল্লাতে ইবরাহিম অনুসরণের নির্দেশ কেন?

উল্লিখিত আলোচনার ওপর এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়— সকল নবির দীন এবং মিল্লাত যদি একই হয়, ভিন্নতা যদি শুধু শরিয়তের মধ্যেই হয়, তাহলে এত এত নবি থাকতে বারবার ইবরাহিম ﷺ-এর নাম কেন উল্লেখ করা হলো? সকল নবির মিল্লাত যখন এক ও অভিন্ন; তাহলে আল্লাহ তাআলা কুরআনে বারবার কেন আমাদের শুধু মিল্লাতে ইবরাহিম অনুসরণ করার ও তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার নির্দেশ দিলেন? একবারও কেন মিল্লাতে নুহ, মিল্লাতে সুলায়মান, মিল্লাতে মুসা ইত্যাদির কথা বলেননি? এর নিগূঢ় তাৎপর্য ও অন্তর্নিহিত রহস্য কী?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলবো—

১. কুরআনের বক্তব্যের প্রথম সম্বোধিত পাত্র ছিল আরবরা। আর তারা ইবরাহিম ﷺ-এর সাথে যেভাবে পরিচিত ছিল, তেমনটি আর কারও সাথে ছিল না। তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও আকিদা-বিশ্বাসে যাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব সর্বব্যাপী ছিল, তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহিম ﷺ।

২. হযরত ইবরাহিম ﷺ-ই একমাত্র এমন ব্যক্তি ছিলেন, যাঁর উন্নত চরিত্রের ব্যাপারে ইহুদি, খ্রিস্টান, মুসলমান, আরবের মুশরিক ও মধ্যপ্রাচ্যের সাবেয়ি গোষ্ঠী তথা নক্ষত্র পূজারিরা— সকলেই একমত ছিল। নবিগণের মধ্যে দ্বিতীয় এমন কেউ ছিলেন না এবং পরবর্তী সময়েও আসেননি, যাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে সকলেই অনুরূপ একমত হতে পারে।

৩. আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি, ইহুদিরা মিল্লাতে ইবরাহিমের অনুসারী হওয়ার দাবি করত, যেহেতু তারা ইবরাহিম ﷺ-এর পুত্র ইসহাক ﷺ-এর বংশধর। খ্রিস্টানেরাও একই দাবি করত; কেননা, তাদের নবি ইসা ﷺ-এর বংশধারা তাঁর মা মারইয়াম ﷺ-এর সূত্রে ইবরাহিম ﷺ-এর সাথে গিয়ে মিলেছে। মক্কার মুশরিকরাও মিল্লাতে ইবরাহিমের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দাবি করত, কারণ ইসমাইল ﷺ জুরহুম গোত্রে বিয়ে করেছিলেন; জমজমের ঘটনার পর থেকে যারা স্থায়ীভাবে আরবনিবাসী এবং তাদের পূর্বপুরুষ। আল্লাহ তাআলা সুরা বাকারার (১৩০-১৪০) আয়াতে তাদের দাবি খণ্ডন করেছেন এবং দাবির অসারতা খুলে খুলে বর্ণনা করেছেন। এরপর মুসলমানদেরকে মিল্লাতে ইবরাহিমের প্রকৃত অনুসারী বলে ঘোষণা করেছেন। তাদেরকেও অসার দাবি

ছেড়ে প্রকৃত অর্থে মিল্লাতে ইবরাহিমের অনুসারী হওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন।

৪. হযরত ইবরাহিম ﷺ এসব মিল্লাতের উৎপত্তির পূর্বেই এ পৃথিবী ত্যাগ করেছেন। ইহুদিবাদ, খ্রিস্টবাদ ও সাবেয়িবাদ সম্পর্কে তো সবাই জানে যে, এগুলো পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত হয়েছে আর মক্কার মুশরিকদের ব্যাপারে বলা যায়, তারা নিজেরাও একথা স্বীকার করত যে, তাদের সমাজে মূর্তিপূজা শুরু হয় আমর ইবনু লুহাই থেকে। সে ছিল বনু খুজাআর সরদার। মাআব (মাওয়াব) এলাকা থেকে সে 'হুবল' নামক একটা মূর্তি নিয়ে এসেছিল। তার সময়টা ছিল ইসা ﷺ-এর জন্মের বড়জোর পাঁচ-ছয়শ বছর আগের। কাজেই এ মিল্লাতটিও হযরত ইবরাহিম ﷺ-এর শত শত বছর পরে উদ্ভাবিত হয়েছে। এ অবস্থায় কুরআন যখন বলছে— এ মিল্লাতগুলোর পরিবর্তে ইবরাহিম ﷺ-এর মিল্লাত গ্রহণ করো তখন কুরআন আসলে এ সত্যটি জানিয়ে দিচ্ছে যে, যদি হযরত ইবরাহিম ﷺ সত্য ও হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাকেন (যা তোমরাও বিনা বাক্য ব্যয়ে স্বীকার করো) এবং এ মিল্লাতগুলোর মধ্য থেকে কোনোটিই তার মিল্লাত না হয়ে থাকে; তবে তোমরা এগুলোর পেছনে কেন ছুটছ! উপরন্তু যখন সেসব মিল্লাতের নবির তিরোধানের পর সেগুলোতে মারাত্মক রকমের বিকৃতি ঘটেছে ও মূল মিল্লাতের সিকিভাগই কেবল বাকি থেকেছে! তাঁর মিল্লাতই সত্য মিল্লাত। আর মুহাম্মাদ ﷺ এ মিল্লাতের দিকেই দাওয়াত দিচ্ছেন। তাই তোমরাও মিল্লাতে ইবরাহিম গ্রহণ করে ইহকাল ও পরকালে সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হও।

৫. ইবরাহিম ﷺ-এর জীবনীতে সকল মুসলমানের জন্য অনুপম আদর্শ রয়েছে। ইমান বিল্লাহ এবং কুফর বিত-তাগুতের ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টান্ত শুধু তিনিই। ইবরাহিম ﷺ-এর কী শান! একা মানুষ পুরো কওমের সাথে লড়েছেন! সবার সাথে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দিয়েছেন! এমনকি বাবার সাথেও! শক্তি-সামর্থ্য অর্জিত হবে, জনবল তৈরি হবে, কৌশলের সাথে এগোতে হবে, ক্ষেত্র তৈরি হবে, কিছুদিন তো হিকমাতের সাথে চলা উচিত— এমন কিছুই ভাবেননি তিনি! পরিণামের কথা চিন্তা করে থেমে থাকেননি! কওমের সবগুলো 'খোদা' ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছেন, বড়টাকে অবশিষ্ট রেখে সেটার গলায়ও কুড়াল ঝুলিয়ে দিয়ে এসেছেন! ইমান ভেতরে প্রবেশ করার সাথে সাথেই পুরো আল্লাহর দিকে অভিমুখী হয়েছেন, কুফর ও কুফফারের সাথে প্রকাশ্যে দৃপ্তকণ্ঠে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দিয়েছেন! আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, কালবিলম্ব না করে একমাত্র ছেলের গলায়ই ছুরি চালানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছেন!

তাঁর সন্তান মুহাম্মাদে আরাবি ﷺ-ও তাঁরই আদর্শের মূর্ত প্রতীক। মক্কায় শক্তি-সামর্থ্য অর্জিত হওয়ার অপেক্ষা করেননি। আল্লাহর নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তাওহিদের ঘোষণা দিয়েছেন। মূর্তিপূজার অসারতা খুলে খুলে বর্ণনা করেছেন। মুশরিকদের মাঝে থেকেই ওদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। ভাবেননি এদিক-সেদিকের কিছু। যা বলেছেন সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন; কারচুপি করে নয়। কিছুদিন তো শুধু সৎকাজের নির্দেশের ওপরই ক্ষান্ত থাকতে পারতেন। অসৎকাজ হতে নিষেধ আর কিছুকাল পরেও শুরু করতে পারতেন। কিন্তু না, ইমান এনেই তাগুতের বিরুদ্ধে হুংকার ছেড়েছেন। জঙ্গে সাহাবিরা পেছনে ছুটছে। কারও নির্ভরতা ছাড়াই রাসুল এগিয়ে যাচ্ছেন সামনের দিকে। ঢুকে পড়ছেন বেষ্টনীর মধ্যে। মৃত্যুর কোনো ভয় নেই। ভীতি ও আতঙ্কের কোনো ছাপ নেই। বদরে নেমেছেন মাত্র তিনশ তেরোজনকে নিয়ে। এরচে’ কম সংখ্যক সাথি হলে তা নিয়েই নেমে পড়তেন; অস্ত্রবল ছাড়াই সশস্ত্র বাহিনীর মোকাবেলায় সীসাঢালা প্রাচীরের মতো অবিচল থেকে লড়াই চালিয়ে যেতেন। আল্লাহর ওপর নির্ভরতার ফলস্বরূপ খেজুরের ডালই শেষাবধি পরিণত হয়েছে তরবারিতে। তাঁদের দৃষ্টি যমিনে ছিল না; ছিল আসমানে। আসবাব তথা উপকরণের ওপর নির্ভর করেননি কখনও। প্রচলিত হিকমত যদি তারা অবলম্বন করতেন; তবে ইসলাম আর কোনোদিন পৃথিবীর আকাশে আলো বিকিরণ করতে পারত না।

আল্লাহু আকবার! আল্লাহর রাসুলদের শান! মিল্লাতে ইবরাহিম! জিহাদ বিলম্বিত হয়েছে; কিন্তু ‘আল-বারা’ তথা কুফর এবং কুফফার ও শিরক এবং মুশরিকদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ একমুহূর্তও বিলম্বিত হয়নি। উপরন্তু ‘আল-বারা’ ত্যাগের কারণে বনি ইসরাইলের বুজুর্গ সম্প্রদায়ও শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। তারা অন্যদেরকে গুনাহ থেকে বারণ করেছিল ঠিকই; কিন্তু পরে আবার তাদের সাথে পূর্বের মতো আচরণই অব্যাহত রেখেছে। পরিণামে আল্লাহর আজাব নেমে এসেছে তাদের ওপর। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। যারা ফল পাকার প্রত্যাশায় বাগানে ফল এমনিই রেখে দেয়, তাদের আর ফল খাওয়া হয় না। সময়ের প্রতীক্ষায় থেকে থেকে সময় আর আসে না, আসবেও না।

কেউ যদি বলে, মাদরাসা বন্ধ হয়ে গেলে দীন ধ্বংস হয়ে যাবে, মসজিদ বন্ধ হয়ে গেলে আর আল্লাহর ইবাদত হবে না, দাওয়াত বন্ধ হয়ে গেলে ইসলাম মিটে যাবে, সুতরাং ইসলামের স্বার্থেই ইসলামের কিছু অংশ ছেড়ে দাও, দীনের কল্যাণকামিতা থেকেই দীনের কিছু অংশ গোপন করো; তাহলে সে রাসুলের সেই

ফরিয়াদের ব্যাপারে কী বলবে? যখন রাসুল আল্লাহর কাছে আকুতিভরা কণ্ঠে বলছিলেন— 'হে আল্লাহ, আপনি যদি এ দলটিকে ধ্বংস করে দেন; তাহলে ভূপৃষ্ঠে আর কখনও আপনার ইবাদত হবে না।'

এই জামাতের বেঁচে থাকাটা কত বেশি জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ ছিল! রাসুল বলছেন, এরা ধ্বংস হলে আর ইসলাম থাকবে না। এরপরও তারা পিছপা হননি; এক কদমও পিছপা হননি। দীনের একমাত্র জামাতটিকেই ধ্বংসের মুখোমুখি করেছেন। আর এটাই তো ইসলামের আদর্শ, শিক্ষা, দীপ্তি ও সৌন্দর্য্য।

সবাই পেছনে ফিরে যাচ্ছে, ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, আর রাসুল একাকী দাঁড়িয়ে সাহসী কণ্ঠে সুউচ্চ আওয়াজে বলছেন— 'আমি নবি, মিথ্যুক না।' অর্থাৎ আমি নবি, সত্যবাদী। আমার সত্যতার প্রমাণ হলো, আমি আল্লাহর দীনের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত আছি। আমার জীবন তো তাঁরই জন্য উৎসর্গিত। যদি মিথ্যুক হতাম; তাহলে পালিয়ে যেতাম। কারণ, তখন ভাবতাম, আমার বেঁচে থাকাটা তো কত বেশি জরুরি।

আমরা হলেও তো ভাবতাম, হায়রে; দীনের কত কাজ পড়ে আছে! আমি মারা গেলে তো সব শেষ। কে করবে এগুলো? আমার বাঁচাটা তো আমার জন্য নয়; বরং উম্মাহর জন্য দরকার।

আল্লাহর রাসুল ছুটে যাচ্ছেন, আর আরব্য বেদুইন বসে বসে ভাবছে, তিনি যাচ্ছেন, তার যাওয়া তিনি যাচ্ছেন। কিন্তু আমার তো কত কাজ! আমি গেলে কি আর চলবে! তাছাড়া আমি বাঁচলে কত মানুষকেই তো পাঠাতে পারবো। এখন মরে গেলে কী আর হবে! জানো না, সব কাজ হেকমতের সাথে করতে হয়? জোশের সাথে হুঁশ না থাকলে কী আর হয়?

মিল্লাতে ইবরাহিমের মূল বৈশিষ্ট্য

মিল্লাতে ইবরাহিমের মূল বৈশিষ্ট্য দুটি—

১. সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য একনিষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা।

২. শিরক এবং মুশরিকদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা, প্রকাশ্যে শত্রুতার ঘোষণা দেওয়া এবং দৃপ্তকণ্ঠে তাগুতকে অস্বীকার করা।

মিল্লাতে ইবরাহিম তাওহিদে কাওলি এবং তাওহিদে আমালি (অর্থাৎ মৌখিক

এবং প্রায়োগিক তাওহিদ)-এর সমন্বিত রূপ। সুরা ইখলাস মৌখিক তাওহিদের শিক্ষা দেয় আর সুরা কাফিরুন আমলি তাওহিদের দীক্ষা দেয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেই মিল্লাতে ইবরাহিমের বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। যার বিস্তারিত বিবরণ বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে।

এজন্যই শাইখ আব্দুল লাতিফ 'আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ' গ্রন্থে বলেছেন, 'এটা ভাবাই যায় না যে, কোনো ব্যক্তি তাওহিদ জানবে এবং তার ওপর আমল করবে; অথচ সে মুশরিকদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে না। যে তাদের সঙ্গে শত্রুতা রাখবে না, তার ব্যাপারে বলাই হবে না যে, সে তাওহিদ জেনেছে এবং এর ওপর আমল করেছে।'

আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে মিল্লাতে ইবরাহিম যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করার এবং এর ওপর যথোচিতভাবে চলার তাওফিক দান করুন। আমিন।

দিফায়ে মিল্লাতে ইবরাহিম গ্রন্থটি মূলত একটি আরবি গ্রন্থের পরিমার্জিত রূপ। মূল গ্রন্থটির নাম—রাফউল ইলতিবাস আন মিল্লাতি মান জাআলাহুল্লাহু ইমামান লিন-নাস। শাইখ মুদ্দাসসির আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আরশাদ লুধি মূলত উর্দু ভাষায় গ্রন্থটিকে বিন্যাসিত করেছেন, কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংযুক্ত করেছেন এবং পুরো বইটিকে আরও তথ্যসমৃদ্ধ এবং সুসংহত করেছেন। তার সেই দিফায়ে মিল্লাতে ইবরাহিম গ্রন্থের সরল অনুবাদই হলো আমাদের এই মিল্লাতে ইবরাহিমের জাগরণ। শাইখ সম্পর্কে তেমন তথ্যাদি জানা যায় না; তবে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিই তার যথাযথ পরিচয় বহন করে। ঠিক সেই কথাটির মতো 'বৃক্ষ তোমার নাম কী, ফলে পরিচয়।' সাধারণ পাঠকদের কথা বিবেচনা করে আমরা বইটির সাথে প্রয়োজনীয় কিছু টীকা সংযুক্ত করেছি এবং অস্পষ্ট বক্তব্যকে স্পষ্ট করে উপস্থাপন করেছি। পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে আমাদের প্রার্থনা, তিনি বইয়ের লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক, পাঠক এবং শুভানুধ্যায়ীদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং এই গ্রন্থের বরকতে বাঙালি জাতির মধ্যে মিল্লাতে ইবরাহিমের চেতনা জাগ্রত করুন।

আলী হাসান উসামা

alihasanosama.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

কিতাব এবং সুন্নাহর মানহাজ

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি গুনাহ ক্ষমাকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠিন শাস্তিদাতা এবং অত্যন্ত শক্তিমান। তিনি ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই। তাঁরই কাছে সকলকে ফিরে যেতে হবে।

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ۝ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ ۝ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ۝ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ ۝ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ

'আল্লাহর আয়াতে শুধু তারাই বিতর্ক সৃষ্টি করে, যারা কুফর অবলম্বন করেছে। সুতরাং নগরে-নগরে তাদের আয়েশি পরিভ্রমণ যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। তাদের পূর্বে নুহের সম্প্রদায় এবং তাদের পর বহু দল (নবিগণকে) অস্বীকার করেছিল। প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ রাসুলকে গ্রেফতার করার অভিসন্ধি করেছিল এবং তারা মিথ্যাকে আশ্রয় করে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল— তার মাধ্যমে সত্যকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য। পরিণামে আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি। সুতরাং (দেখো) আমার শাস্তি কেমন (কঠোর) ছিল!'[২২]

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তার কোনো অংশীদার নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল— যিনি বলেছেন—

إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ

....

২২. সুরা মুমিন (গাফির): ৪-৫

> 'আমি তোমাদের মাঝে দুটো জিনিস রেখে গেলাম। যাবত তোমরা এ-দুটো জিনিস— 'আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে রাখবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুতেই পথভ্রষ্ট হবে না। এ-দুটো পৃথক হবে না, যে পর্যন্ত না হাউজে কাউসারে আমার কাছে অবতরণ করে।'[২৩]

আমি ইচ্ছা করেছি, এই দুই ভিত্তিকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা সম্পর্কে আমাদের মানহাজ বয়ান করবো— যে দু-ভিত্তিকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধারণকারীকে পথভ্রষ্ট না হওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের এই মানহাজের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ থেকেই দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করবো। পাশাপাশি কুরআন-সুন্নাহকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণের দাবিকারী দলগুলোর ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরবো। আমরা স্রেফ তিনটি দলের কথা আলোচনায় উল্লেখ করবো, আমাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে যারা কুরআন-সুন্নাহ ধারণের দাবিকারীদের মধ্য থেকে সবচেয়ে বেশি সত্যের নিকটবর্তী। আমরা আশা করি, আল্লাহ ﷻ তাদেরকে সে-সকল মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করবেন, যারা মনোযোগের সাথে কথা শোনে, এরপর তার মধ্যে যা উত্তম তা অনুসরণ করে, মানুষের মধ্যে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান যাদেরকে সত্যের অনুসরণ থেকে ফেরায় না, আর যারা সত্য গ্রহণের জন্য তাওফিকপ্রাপ্ত হয়, যেভাবে আবদুল্লাহ ইবনু সালাম রাঃ তাওফিকপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আনীত সত্যকে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন; অথচ তার জানা ছিল যে, তার সম্প্রদায় এ কারণে তার ভালোকে মন্দে পরিণত করবে এবং তিনি তাদের মধ্যে নিজের অবস্থান হারিয়ে ফেলবেন। তার ঘটনা সবিস্তারে সহিহ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে—

قال يا رسول الله: إن اليهود قوم بهت فاسألهم عني، قبل أن يعلموا بإسلامي، فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟» قالوا: خيرنا وابن خيرنا، وأفضلنا وابن أفضلنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام» قالوا: أعاذه الله من ذلك، «فأعاد عليهم»، فقالوا: مثل ذلك، فخرج إليهم

....

২৩.আল-মুসতাদরাক, ইমাম হাকিম

عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قالوا: شرنا وابن شرنا، وتنقصوه، قال: هذا كنت أخاف يا رسول الله

তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, ইহুদিরা অপবাদ এবং কুৎসা রটনাকারী সম্প্রদায়। আপনি তাদেরকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করার পূর্বে তারা যদি আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয় জেনে ফেলে; তাহলে তারা আপনার কাছে আমার কুৎসা রটনা করবে।'

এরপর ইহুদিরা এলো এবং আবদুল্লাহ ইবনু সালাম رضي الله عنه ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনু সালাম কেমন লোক?'

তারা বলল, 'তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তির পুত্র, তিনি আমাদের নেতা এবং আমাদের নেতার পুত্র।'

তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আচ্ছা, যদি আবদুল্লাহ ইবনু সালাম ইসলাম গ্রহণ করে নেয়; তাহলে এতে তোমাদের অভিমত কী হবে?'

তারা বলল, 'এর থেকে আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করুন।'

তখন আবদুল্লাহ رضي الله عنه তাদের সামনে বের হয়ে আসলেন এবং তিনি বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসুল।'

তখন তারা বলতে লাগল, 'সে আমাদের মধ্যে সবচে' নিকৃষ্ট লোক এবং সর্বনিকৃষ্ট লোকের পুত্র। তারা তার দোষচর্চা এবং কুৎসা রটনায় লেগে গেল।

তখন আবদুল্লাহ ইবনু সালাম رضي الله عنه বললেন, 'আমি এটারই আশঙ্কা করছিলাম, হে আল্লাহর রাসুল!'[২৪]

আমরা আরও আশা করি যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে শয়তানের ধোঁকা থেকে রক্ষা করবেন— শয়তান অনেক আলিম এবং দায়িকে অনুসারীর আধিক্যের ধোঁকায় ফেলে দেয়। আমরা তখন দেখতে পাই, তারা সত্তোরোর্ধ্ব শাখাসমৃদ্ধ

২৪. সহিহ বুখারি: ৩৩২৯, ৩৯৩৮, ৪৪৮০

ইসলামের কোনো এক প্রান্তকে আঁকড়ে ধরে থাকে; কখনো তারা এতোগুলো শাখার মধ্য থেকে কয়েকটি শাখা— উদাহরণস্বরূপ বিশটি শাখাকে— দৃঢ়ভাবে ধারণ করে, এসব ব্যাপারে তার বিরুদ্ধাচারণকারীদের ওপর ভীষণ কঠোরতা আরোপ করে। এ বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করেই তাদের একদল সাহায্যকারী সঙ্গী এবং একদল প্রতিপক্ষ শত্রু তৈরি হয়। এক্ষেত্রে কখনও তারা দীনের মৌলিক শাখাকেই হারিয়ে ফেলেন, অনন্তর নিজেরা প্রবঞ্চিত হন এবং অন্যদেরও ধোঁকায় ফেলেন; অথচ তার এবং তার অন্যান্য সঙ্গীদের ধারণা থাকে যে, তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন।

অথচ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه

'ইসলাম তো শুধু সে-ই প্রতিষ্ঠা করতে পারে, যে সকল দিক থেকে ইসলামকে বেষ্টন করেছে।'[২৫]

কিতাব এবং সুন্নাহর পথ থেকে বিচ্যুতি

যে কারণে আমরা অন্যান্য জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি, তা হলো— তারা মুশরিকদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা, মুশরিকদের প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করা এবং প্রকাশ্যে দৃপ্তকণ্ঠে এই শত্রুতার কথা ঘোষণা করাকে জটিল এবং সমস্যাজনক মনে করে। তথাপি এটাকে হকের দাওয়াতের পথে বাধা হিসেবে অভিহিত করে। কারণ, এই পন্থায় জনগণ তাদের থেকে দূরে সরে যায়।

সারকথা হলো, কতক জামাআত এই মৌলিক উসুলকে গ্রহণ করতে অলসতা করেছে এবং এ ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন করেছে। আর কতক জামাআত তো এটাকে বিলকুল পরিত্যাগই করেছে। আমরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মতবিরোধ রাখি। কারণ, মহান আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে এই নির্দেশ প্রদান করেই আমাদের থেকে সর্বপ্রকার সংকীর্ণতাকে দূর করেছেন। যদি এতে কোনো ধরনের সংকীর্ণতা থাকত; তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তার নির্দেশ প্রদান করতেন না। আল্লাহ তাআলার ঘোষণার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন—

....

২৫. হাকিম, আবু নুয়াইম, বায়হাকি ফিদ দালায়িল, হাফিজ হাসান বলেছেন ফাতহুল বারি (৭/২২০-এ)

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

'এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করো, যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদের (তাঁর দীনের জন্য) মনোনীত করেছেন। তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। নিজেদের পিতা ইবরাহিমের মিল্লাত দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো। সে পূর্বেও তোমাদের নাম রেখেছিল মুসলিম এবং এ কিতাবেও (অর্থাৎ কুরআনেও তোমাদের নাম রাখা হয়েছে মুসলিম), যাতে এই রাসুল তোমাদের জন্য সাক্ষী হতে পারেন আর তোমরা সাক্ষী হতে পারো অন্য সকল মানুষের জন্য। সুতরাং সালাত কায়েম করো, জাকাত আদায় করো এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো। তিনি কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী!'[২৬]

যেহেতু আল্লাহ ﷻ আমাদের জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমাদের অবগত করেছেন যে, এর মধ্যে আমাদের জন্য কোনো ধরনের সংকীর্ণতা নেই, আর এটাই হলো মিল্লাতে ইবরাহিম, অর্থাৎ ইবরাহিম ﷺ-এর দীন; তাই জেনে রেখো যে, এই মৌলিক নীতিমালা— অর্থাৎ অন্তকরণ দিয়ে জিহাদ এবং মিল্লাতে ইবরাহিমের অনুসরণ— এটাই হলো সেই জিনিস, যা সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দেয়। আল্লাহ ﷻ সত্যাবলম্বীদের ব্যাপারে কী বলছেন, শোনো—

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

'নিঃসন্দেহে মুমিন শুধু তারাই, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান আনে, এরপর কোনো ধরনের সংশয়ে ভোগে না এবং

....

২৬. সুরা হজ: ৭৮

নিজেদের জীবন এবং সম্পদ নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। তারাই সত্যবাদী।’[২৭]

পক্ষান্তরে যারা শুধু মুখের দাবি ফেরি করে বেড়ায়, তাদের ব্যাপারে বলেছেন—

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۖ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ۙ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ. طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ ۚ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

‘আর যারা ইমান এনেছে, তারা বলে, কতই না ভালো হতো, যদি কোনো (নতুন) সুরা অবতীর্ণ হতো! এরপর যখন দ্ব্যর্থহীন কোনো সুরা অবতীর্ণ হয় এবং তাতে কিতালের (লড়াইয়ের) কথা উল্লেখ থাকে, তখন যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তুমি তাদেরকে দেখবে— তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, মৃত্যু-ভয়ে মূর্ছিত ব্যক্তির তাকানোর মতো করে। তাদের জন্য রয়েছে চরম ধ্বংস। তারা আনুগত্য জাহির করে এবং ভালো ভালো কথা বলে, যখন (জিহাদের) আদেশ চূড়ান্ত হয়ে যায়, তখন যদি তারা আল্লাহর সাথে সত্যবাদিতার পরিচয় দিত; তাহলে তাদের জন্য তা অবশ্যই ভালো হতো।’[২৮]

এখন আমরা তোমার সামনে মিল্লাতে ইবরাহিমের বিবরণ তুলে ধরবো, যাতে করে তুমি সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক এবং তোমার সামনে যেন এ কথা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, মিল্লাতে ইবরাহিমই হলো সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। মিল্লাতে ইবরাহিম সেসকল জ্ঞানীদের বক্তব্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, যারা বলে থাকে যে, ইসলাম হলো সংস্কৃতির ধর্ম। তাদের এ কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, তারা যেন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সঙ্গে খাপে খাপে মিলে যেতে পারে, তাদের অনুরূপ সাদৃশ্য ধারণ করতে পারে এবং তাদের সঙ্গে মিলেমিশে জীবন কাটাতে পারে।

....

২৭. সুরা হুজুরাত: ১৫

২৮. সুরা মুহাম্মাদ: ২০-২১

মিল্লাতে ইবরাহিমের বিবরণ

মিল্লাতে ইবরাহিম দুটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত—

১. ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহ ﷻ-র জন্য একনিষ্ঠ করা।

২. শিরক ও মুশরিকদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং প্রকাশ্যে তাদের সঙ্গে শত্রুতার ঘোষণা দেওয়া।

আমাদের রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে মিল্লাতে ইবরাহিম অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

‘এরপর আমি ওহির মাধ্যমে আপনার প্রতি এই বিধান অবতীর্ণ করেছি যে, আপনি মিল্লাতে ইবরাহিমের অনুসরণ করুন— যিনি নিজেকে আল্লাহর অভিমুখী করে রেখেছিলেন এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে শরিক করে, তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।’[২৯]

আরও বলেন—

قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

‘আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক আমাকে এক সরল পথ প্রদর্শন করেছেন— বক্রতামুক্ত এক দীন, ইবরাহিমের দীন, যিনি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে আল্লাহর অভিমুখী করে রেখেছিলেন, আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।’[৩০]

নিঃসন্দেহে আমাদেরও মিল্লাতে ইবরাহিম অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর আমাদের মধ্য থেকে যে মিল্লাতে ইবরাহিম থেকে বিমুখ হবে, সে নিজেই নিজেকে নির্বোধদের অন্তর্ভুক্ত করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

২৯. সুরা নাহল: ১২৩
৩০. সুরা আনআম: ১৬১

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ

'যে ব্যক্তি নিজেকে নির্বোধ সাব্যস্ত করেছে, সে ছাড়া আর কে মিল্লাতে ইবরাহিম থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করে?'[৩১]

আল্লাহ তাআলার দুই প্রিয় বন্ধু— মুহাম্মাদ ﷺ এবং ইবরাহিম ﷺ এই মিল্লাতের ওপর চলেই আল্লাহ তাআলার বন্ধুত্ব অর্জন করেছেন; যেমনটি সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন, যেমন তিনি ইবরাহিম ﷺ-কে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।'[৩২]

সুতরাং মিল্লাতে ইবরাহিম আমাদের নবিজি ﷺ-এর মিল্লাত এবং আমাদেরও মিল্লাত। তা আমাদের নবির আদর্শ এবং আমাদের আদর্শ। যেমন আল্লাহ ﷻ বলেন—

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِن شَيْءٍ ۖ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

'তোমাদের জন্য ইবরাহিম ও তার সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যখন তিনি নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করছ, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের (আকিদা-বিশ্বাস) অস্বীকার করি।

৩১. সুরা বাকারা: ১৩০

৩২. সহিহ মুসলিম: ৫৩২

আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে গেছে, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।'[৩৩]

মিল্লাতে ইবরাহিম মানুষের মধ্যে পার্থক্যকারী

উল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রতিভাত হলো যে, মিল্লাতে ইবরাহিম হলো শিরক এবং মুশরিকদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া এবং তাদেরকে বয়কট করার নাম। এই দিকটি— অর্থাৎ, গোটা জগতবাসীর থেকে পৃথক হওয়া— বাস্তবায়ন করা ছাড়া দীন-ইসলাম বিজয়ী হতে পারে না; যেমনটি সহিহ বুখারির 'ইতিসাম' অধ্যায়ে জাবির ﵁ থেকে বর্ণিত দীর্ঘ হাদিসে বিবৃত হয়েছে। হাদিসের অংশবিশেষ এই—

ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس

মুহাম্মাদ ﷺ মানুষের মধ্যে পার্থক্যকারী।

সহিহ বুখারির 'তাফসির' অধ্যায়ে, সুরা নিসার তাফসির প্রসঙ্গে 'হাদিসুর রুওয়াহ'-তে আবু সাইদ খুদরি ﵁ থেকে বর্ণিত হয়েছে—

إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر، أو فاجر، أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها، فيقال: ماذا تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد، قالوا: فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثا

অবশেষে পুণ্যবান হোক কিংবা পাপী হোক আল্লাহর ইবাদতকারী ব্যতীত আর কেউ যখন বাকি থাকবে না, তখন তাদের কাছে পরিচিত রূপের নিকটতম একটি রূপ নিয়ে জগতসমূহের মহান প্রতিপালক তাদের সামনে আগমন করবেন। এরপর বলা হবে, 'প্রত্যেক দল নিজ উপাস্যের অনুসরণ করে চলে গেছে। তোমরা কীসের অপেক্ষা

৩৩. সুরা মুমতাহিনা: ৪

করছ?' তারা বলবে, 'দুনিয়াতে এসকল লোকের প্রতি আমাদের অনেক প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও আমরা সেখানে তাদের থেকে আলাদা থেকেছি এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিনি। এখন আমরা আমাদের প্রতিপালকের অপেক্ষায় আছি, আমরা তার ইবাদত করতাম।' এরপর তিনি বলবেন, 'আমিই তোমাদের প্রতিপালক'। তখন তারা দু-বার বা তিনবার বলবে, 'আমরা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করি না'।[৩৪]

উল্লিখিত হাদিস থেকে অনুমিত হলো যে, মিল্লাতে ইবরাহিমের অনুসারীরা সারা পৃথিবী থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল। অথচ সেসময়ে এসকল লোকের প্রতি তাদের ঢের প্রয়োজন ছিল; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি— যেমনটি অধুনা অধিকাংশ নামধারী মুসলমান করে থাকে; তারা মুশরিকদের থেকে শুরু করে সকলের সাথেই মিলে যায়।

দ্বিতীয় আকাবার বাইয়াতের সময়ে আসআদ ইবনু জুরারা ﵁-ও মিল্লাতে ইবরাহিমের এ উদ্দেশ্যই অনুধাবন করেছিলেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বাইয়াতের সময়ে নবিজি ﷺ-এর হাত ধরে মদিনা থেকে আগত সত্তরজন লোকের উদ্দেশ্যে বলেন—

رُوَيْدًا يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، فَإِنَّا لَمْ نَضْرِبْ أَكْبَادَ الْإِبِلِ إِلَّا وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ إِخْرَاجَهُ الْيَوْمَ مُفَارَقَةُ الْعَرَبِ كَافَّةً، وَقَتْلُ خِيَارِكُمْ، وَأَنَّ تَعَضَّكُمُ السُّيُوفُ، فَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَصْبِرُونَ عَلَى ذَلِكَ، وَأَجْرُكُمْ عَلَى اللهِ، وَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَخَافُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ جَبِينَةً، فَبَيِّنُوا ذَلِكَ، فَهُوَ أَعْذَرُ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ،

'হে ইয়াসরিবের (মদিনার) অধিবাসীরা, একটু থামো। আমরা নবিজি ﷺ-এর খেদমতে এই বিশ্বাস নিয়ে উপস্থিত হয়েছি যে, তিনি আল্লাহর রাসুল। আজ তাঁকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, গোটা আরব থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া, তোমাদের উৎকৃষ্ট নেতাদের

....

৩৪. সহিহ বুখারি: ৪৫৮১; সহিহ মুসলিম: ১৮৩

> নিহত হওয়া এবং তোমরা তরবারির আঘাতের লক্ষ্যবস্তু হওয়া। তাই যদি তোমরা এসকল আঘাত-প্রতিঘাত সয়ে নিতে পার; তাহলে তাঁকে সাথে নিয়ে চলো। তোমাদের প্রতিদান আল্লাহ তাআলার কাছে রয়েছে। আর যদি তোমরা নিজেদের জীবনের ব্যাপারে আতঙ্কিত হয়ে থাক; তাহলে তাঁকে রেখে যাও। এখনই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বলে দাও; কেননা, এক্ষেত্রে তা আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য গ্রহণীয় পর্যায়ের অজুহাত হিসেবে ধর্তব্য হবে।’[৩৫]

আজ যারা মুহাম্মাদে আরাবি ﷺ-এর দীন প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং এই দীনের সাহায্যে এগিয়ে আসতে উদ্যোগী হয়, তারা যেন সেই পথই অবলম্বন করে, যা উম্মাহর সালাফে সালেহিন অবলম্বন করেছেন। আর যদি তা সম্ভবপর না হয়; তাহলে যেন স্পষ্টই আসআদ ইবনু যুরারা رضي الله عنه-এর উচ্চারণের মতো সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়— ‘আর যদি তোমরা নিজেদের জীবনের ব্যাপারে আতঙ্কিত হয়ে থাক; তাহলে তাকে রেখে যাও। এখনই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বলে দাও; কেননা, এক্ষেত্রে তা আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য গ্রহণীয় পর্যায়ের অজুহাত হিসেবে ধর্তব্য হবে।’

মিল্লাতে ইবরাহিমের অনুধাবন এবং মিল্লাতে ইবরাহিম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভ্রান্তি

হে আমার ভাই, মিল্লাতে ইবরাহিমের মহান আলোকিত পথকে সেভাবে আঁকড়ে ধরো, যেভাবে মুহাম্মাদে আরাবি ﷺ-এর সাহাবিগণ তা আঁকড়ে ধরেছেন। এই মিল্লাতে ইবরাহিমের পথে চলেই তাঁরা জান্নাতের উত্তরাধিকারী হতে পেরেছেন। মহান আল্লাহ তাঁদের ব্যাপারে বলেছেন—

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن

---

৩৫. ইমাম আহমাদ এবং ইমাম বায়হাকি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।সহিহ ইবনু হিব্বানেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। হাফিজ ইবনু কাসির বলেছেন, এই হাদিসের সনদটি ভালো, ইমাম মুসলিমের শর্তে উন্নীত (আস-সিরাহ: ২/১৯৪)। হাফিজ ইবনু হাজার রহ. ফাতহুল বারি গ্রন্থে এই ঘটনাটিকে হাসান বলে অভিহিত করেছেন; তবে তার শব্দে সামান্য ভিন্নতা রয়েছে। হাফিজ বুসিরি রহ. ইতহাফুল খিয়ারাহ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। হাইসামি রহ. মাজমাউয যাওয়ায়িদ গ্রন্থে বলেন, এই হাদিসের বর্ণনাকারীরা সহিহ গ্রন্থের বর্ণনাকারী।

قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

'মুমিনদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতিকে সত্যে পরিণত করেছে, তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা শাহাদাত বরণ করেছে এবং এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা (শাহাদাতের) প্রতীক্ষায় রয়েছে। আর তারা (তাদের ইচ্ছার ভেতর) কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটায়নি।'[৩৬]

যেসব লোকের সামনে জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে বিষয়টি সংশয়পূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, আমরা এখানে তাদের কর্ম এবং বক্তব্য উল্লেখ করবো, যাতে করে তাদের অবস্থা পাঠকের সামনে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

- তাদের একদল বলে, দীন প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি হলো, কবরপূজারিদের সঙ্গে যুদ্ধ করা, তাদের সঙ্গে শত্রুতার প্রকাশ্য ঘোষণা দেওয়া এবং তাদের কবল থেকে লোকদেরকে রক্ষা করা। একইভাবে ভ্রান্ত তাসাওউফপন্থি এবং বিদআতিদের বিরুদ্ধে খোল্লমখোলা লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া।
- দ্বিতীয় দলও অনুরূপ বিশ্বাস পোষণ করে। পাশাপাশি মাজহাবকেন্দ্রিক অন্ধ গোঁড়ামি এবং এ নিয়ে স্থায়ী বিবাদ-বিসংবাদের ওপর জনগণকে প্ররোচিত করে। তেমনি হাদিসের ওপর কৃত অনাচার এবং অবৈধ হস্তক্ষেপ প্রতিরোধের জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে। এটাই হয় তাদের মৌলিক কার্যক্রমের অংশ।
- আরেক দল রয়েছে, যারা সমাজতন্ত্রকে ফিতনা আখ্যা দিয়ে তার প্রতিরোধে সরব ভূমিকা পালন করে। স্রষ্টার অস্তিত্বকে দলিলসিদ্ধভাবে প্রমাণিত করে এবং সরকারকে নিয়ন্ত্রিত করার লক্ষ্যে সরকারি গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য যারপরনাই চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে।
- আরও কিছু দল রয়েছে; যারা এর উপযুক্তই নয় যে, তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হবে। কারণ, তারা অজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রথমোক্ত দুইটি দল এবং তাদের অনুরূপ আরও যারা রয়েছে, তাদের অবস্থা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তারা যে মেহনতের ওপর রয়েছে, তা হক। এটা

৩৬. সুরা আহজাব: ২৩

অস্বীকার করা হচ্ছে না এবং অস্বীকারের কোনো জোও নেই। কিন্তু যখন দেখা যাচ্ছে যে, তাদের দীন কায়েমের এই প্রচেষ্টা এমন শ্রেণির মাঝে সীমাবদ্ধ, যাদের হাতে কোনো কর্তৃত্ব-নেতৃত্ব নেই। পক্ষান্তরে ক্ষমতার অধিকারী যে-সকল লোক আল্লাহর দীনকে মিটিয়ে দিতে তৎপর, তাদের ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ নীরব, তখন এর থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তারা যে পথ ও পন্থা অবলম্বন করেছে, তা মূলত সেই পথ, যা অবলম্বন করে পূর্ববর্তী উম্মাহরা গোমরাহ হয়েছিল; যেমনটি রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারি ؒ তার সহিহ গ্রন্থে 'হুদুদ' অধ্যায়ে আয়িশা ؓ থেকে বর্ণনা করেন—

عن عائشة رضي الله عنها، أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتشفع في حد من حدود الله، ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»

মাখজুম গোত্রের এক স্ত্রী চোরের ঘটনা কুরাইশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করে তুলল। এ অবস্থায় তারা বলাবলি করতে লাগল, 'এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে কে আলাপ করতে পারে?' তারা বলল, 'আল্লাহর রাসুল ﷺ এর প্রিয়তম উসামা ইবনু জায়দ ؓ ছাড়া আর কে এই দুঃসাহস দেখাতে পারে?' অনন্তর উসামা ؓ রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে কথা বললেন। নবি ﷺ জানতে চাইলেন, 'তুমি কি আল্লাহ তাআলার হদসমূহের মধ্য থেকে একটি হদের ব্যাপারে সুপারিশ করছ?' এরপর নবি ﷺ দাঁড়িয়ে বক্তৃতা প্রদান করলেন। তিনি বললেন— 'তোমাদের পূর্বের জাতিসমূহ এভাবেই ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো বিশিষ্ট লোক চুরি করত, তখন তারা

> বিনা সাজায় তাকে ছেড়ে দিত। অন্যদিকে যখন কোনো অসহায় গরীব লোক চুরি করত, তখন তার ওপর হদ জারি করত। আল্লাহর কসম, যদি মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমা চুরি করত; তাহলে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।'[৩৭]

সুতরাং দুর্বল অসহায় ব্যক্তির ওপর হদ কায়েম করা আল্লাহ তাআলার হক এবং তা ইনসাফ। যে এর ওপর আমল করে, এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে জনসচেতনতা তৈরি করে এবং এ ব্যাপারে কঠোর অবস্থানে থাকে, তার ওপর আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু গোমরাহি তো ওই ব্যক্তির থেকে প্রকাশিত হয়েছে, যে দুর্বল অসহায়ের ওপর হদ ঠিকই কায়েম করে, পক্ষান্তরে গণ্যমান্য অপরাধীর ওপর হদ কায়েম করতে ইতস্তত করে এবং তা থেকে নিবৃত্ত থাকে। তো এই দুই দল এবং তাদের মতো আরও যারা রয়েছে, তাদের কর্মপন্থা হলো— ক্ষমতাধর নয়, এমন কেউ যদি অপরাধ করে বসে; তাহলে তারা তার ব্যাপারে প্রচণ্ড কঠোরতা করে এবং শত্রুতা তৈরি করে ফেলে। আর যখন রাষ্ট্রের ক্ষমতাধর কোনো ব্যক্তি অপরাধ করে বসে— তারা যার অধীনে বসবাস করে, যাকে ভয় করে এবং যার থেকে স্বার্থোদ্ধারের প্রত্যাশা রাখে— তখন তারা তার জন্য অজুহাত সন্ধানে নেমে পড়ে। একান্ত যদি কোনো অজুহাত খুঁজে না পায়, তখন তারা নিজেদের ব্যাপারে ঠিকই অজুহাত দাঁড় করিয়ে নেয় যে, আমরা দুর্বল, বর্তমান পরিস্থিতি সংশোধনে অক্ষম।

মিল্লাতে ইবরাহিম প্রতিষ্ঠার সঠিক পন্থা

পাঠকের সামনে উল্লিখিত উভয় দলের মধ্যে সম্মিলিত বিষয়টি স্পষ্ট হলো— অসহায় দুর্বল শ্রেণির ব্যাপারে হক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তারা তো সরব; কিন্তু ক্ষমতাধর শ্রেণির ব্যাপারে হক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণ নীরব। সুতরাং তাদের সুদৃঢ়ভাবে মিল্লাতে ইবরাহিম আঁকড়ে ধরার দাওয়া পুরোপুরি সংশয়পূর্ণ। কারণ হকের প্রসার এবং বাতিলের প্রতিরোধে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নীতি কখনোই এমন ছিল না। কিছু বিষয়ে মৌনতা অবলম্বন করা আর কিছু বিষয় বয়ান করা ইবরাহিম عليه السلام এর মিল্লাত নয়— যিনি নিজের প্রাণ কিংবা সম্পদের ব্যাপারে মোটেও ভয় করেননি— আর তা দাওয়াতের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শও নয়, কারণ মহান প্রতিপালকই তাকে নির্দেশ দিয়েছেন—

....

৩৭. সহিহ বুখারি: ৩৪৭৫, ৩৭৩৩, ৪৩০৪; সহিহ মুসলিম: ১৬৮৮

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

'সুতরাং আপনাকে যে বিষয়ে আদেশ করা হচ্ছে, তা প্রকাশ্যে মানুষকে শুনিয়ে দিন। আর মুশরিকদের মোটেও পরোয়া করবেন না।'[৩৮]

বরং তাদের এই কর্মপন্থা মিল্লাতে ইবরাহিম এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

হাফিজ ইবনুল কায়্যিম ﷫ বলেন—

'রাসুলুল্লাহ ﷺ যা-কিছু বলে গেছেন, তুমি তা প্রকাশ্যে ঘোষণা দাও। সাহায্যকারী এবং সঙ্গীর স্বল্পতার ভয় করো না। আল্লাহ তাআলার কিতাব এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুপ্রমাণিত সুন্নাহকে নিজের অস্ত্র বানিয়ে মানুষদের আকিদা বিশুদ্ধ করো। কে এমন আছে, যে প্রতিদ্বন্দিতার ঘোষণা দেবে, সে যেন সামনে আসে! আর কে এমন আছে, যে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে, সে যেন ময়দানে বের হয়ে আসে! আল্লাহ তো তাঁর বাহিনী এবং তাঁর কিতাবের সাহায্যকারী। আর নিরাপত্তা প্রদানের জন্য আল্লাহই তো বান্দার জন্য যথেষ্ট। শত্রুর ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্ত দেখে ঘাবড়ে যেয়ো না, কারণ তাদের লড়াই মিথ্যে কথা এবং অপবাদ আরোপের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। রাসুলুল্লাহর অনুসারীদের বাহিনী তো ফেরেশতাদের বাহিনী আর তাদের (শত্রুদের) বাহিনী হলো শয়তানের বাহিনী। হিদায়াতের ঝাণ্ডার নিচে স্থির থেকে লড়াই চালিয়ে যাও। আর ধৈর্যধারণ করো; কারণ, তোমার প্রতিপালক আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।'

ইবরাহিম ﷵ কখনও বলেননি, যেমন আজ এসকল লোকেরা বলছে, 'আমরা ফিতনার আশঙ্কা করছি।' 'জেনে রেখো, তারা ফিতনায় পড়েই রয়েছে।'[৩৯] বরং ইবরাহিম ﷵ-এর পথরোধ করা হয়েছে, তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে; অথচ তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ স্থির, চুল পরিমাণও পশ্চাৎপদ হননি, কারও তোষামোদ করেননি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে দেখো— আবু জাহল এবং নিজ কাওম তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে; এতদসত্ত্বেও এসকল বিষয় তাঁকে দৃপ্তকণ্ঠে

....

৩৮. সুরা হিজর: ৯৪

৩৯. সুরা তাওবা: ৪৯

সত্য উচ্চারণ এবং প্রকাশ্যে তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতার ঘোষণা প্রদান থেকে ফেরায়নি। একইভাবে সাহাবিগণকেও নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে, তাঁদের সহায়-সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, তাঁরা যদি দীনকে সেভাবে বুঝতেন, যেভাবে আজকালকের লোকেরা বুঝছে; তাহলে তাঁরা নির্দ্বিধায় আবু জাহল এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের সাথে জীবনযাপন করতে পারতেন, যেভাবে আজকের দায়িরা আবু জাহলের অনুসারীদের সাথে অবলীলায় জীবনযাপন করছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে দীনের দুশমনদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করার জন্য প্রেরণ করা হয়নি; বরং তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে 'মানুষের মধ্যে পার্থক্যকারীরূপে'। আল্লাহ ﷻ তাঁকে পাঠিয়েছেন এক মহান উদ্দেশ্যে—

إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ، ..... وَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا، فَقُلْتُ: رَبِّ إِذًا يَثْلَغُوا رَأْسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً، قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ، وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ،

তোমাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে এবং তোমার দ্বারা অন্যদেরকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে আমি তোমাকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছি। ... 'কুরাইশকে জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।' আমি তখন বললাম, 'হে আমার প্রতিপালক, আমি যদি এ কাজ করি, তাহলে তারা তো আমার মাথা ভেঙে রুটির মতো টুকরো টুকরো করে ফেলবে'! আল্লাহ তাআলা বললেন, 'তারা যেভাবে তোমাকে বহিষ্কার করেছে, তুমিও ঠিক সেভাবে তাদেরকে বহিষ্কার করো। তুমি তাদের সাথে যুদ্ধ করো, আমি তোমাকে সাহায্য করবো। (আমার পথে) ব্যয় করো, তোমার জন্যও ব্যয় করা হবে। তুমি একটি বাহিনী প্রেরণ করো, আমি অনুরূপ পাঁচটি বাহিনী প্রেরণ করবো, যাঁরা তোমার আনুগত্য করে, তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে যারা তোমার বিরুদ্ধাচারণ করে, তাদের সাথে লড়াই করো।'[৪০]

....

৪০. সহিহ মুসলিম: ২৮৬৫

আমরা আজকের দায়িদেরকে সম্বোধন করে বলবো— 'তোমরা সুনিশ্চিতভাবে জেনেছ যে, তোমাদের সত্য প্রকাশ, শত্রুতা ঘোষণা এবং দীনের দুশমনদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণতিতে তারাও তোমাদের সঙ্গে শত্রুতা করবে এবং তোমাদেরকে বিতাড়িত করবে। এটাই তো মিল্লাতে ইবরাহিম। ওয়ারাকা ইবনু নাওফালও এমনটাই বুঝেছিলেন। তিনি নবিজি ﷺ-কে বললেন, 'হায়, আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম! হায়, আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার স্বজাতি তোমাকে বের করে দেবে!' রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন—

«أو مخرجي هم»، قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا.

'তারা কি আমাকে বের করে দেবে? তিনি বললেন, হাঁ, তুমি যা নিয়ে আগমন করেছ, অতীতে যিনিই তোমার মতো এমন কিছু নিয়ে এসেছেন, তার সঙ্গেই শত্রুতা করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি; তবে তোমাকে প্রবলভাবে সাহায্য করবো।'[৪১]

পরিচ্ছেদ

তোষামোদি এবং নীরবতা অবলম্বনের দ্বারা কখনো দীন কায়েম হয় না; বরং দীন কায়েমের পন্থা হলো, প্রকাশ্যে সত্যের ঘোষণা দেওয়া এবং বিপদাপদ ও কষ্টের ওপর ধৈর্যধারণ করা।

আজকের দায়িদের জেনে রাখা উচিত যে, দুনিয়ায় মহান আল্লাহ তাআলার সাহায্য লাভ এবং আখিরাতে জান্নাত অর্জন একমাত্র সে পন্থায়ই সম্ভব, যা থেকে তারা পালিয়ে বেড়ায়। আল্লাহ ﷻ বলেন—

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

৪১. সহিহ বুখারি: ৩

'তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা (এমনিতেই) জান্নাতে প্রবেশ করবে; অথচ এখনও পর্যন্ত তোমাদের ওপর সেই রকম অবস্থা আসেনি, যেমনটা এসেছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর। তাদের ওপর এসেছিল অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্ট এবং তাদেরকে করা হয়েছিল প্রকম্পিত, এমনকি রাসুল এবং তাঁর ঈমানদার সঙ্গীগণ বলে ওঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? জেনে রেখো, আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।'[৪২]

খন্দকের যুদ্ধের দিন (গাজওয়াতুল আহজাবে) মুমিনরাও এমনটিই বুঝেছিলেন। আল্লাহ ﷻ তাদের ব্যাপারে বলছেন—

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

'মুমিনরা যখন (শত্রুদের) সম্মিলিত বাহিনীকে দেখেছিল, তখন তারা বলেছিল, এটাই সেই বিষয়, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল আমাদেরকে দিয়েছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সত্যই বলেছিলেন। আর এ ঘটনা তাদের ইমান ও আনুগত্যের চেতনাকে আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছিল।'[৪৩]

এটা তো সেই মুমিনদের কথা, আপন প্রতিপালকের ওপর যাদের রয়েছে পূর্ণ বিশ্বাস। তদুপরি সমাজে একদল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী লোকও রয়েছে, যারা মানুষের হিম্মত নষ্ট করে ফেলে এবং তারা নিজেরা যেমন কষ্টবরণ এবং ত্যাগ স্বীকার করা থেকে দূরে রয়েছে, লোকদেরকেও তার দিকে আহ্বান করে। যেমনটি আল্লাহ তাদের পূর্বসূরিদের ব্যাপারে বলেছেন—

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ
إِلَيْنَا ۖ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا

'আল্লাহ তাদেরকে ভালো করেই জানেন, তোমাদের মধ্যে যারা জিহাদে বাধা সৃষ্টি করে এবং নিজ ভাইদেরকে বলে, আমাদের কাছে

৪২. সুরা বাকারাহ: ২১৪
৪৩. সুরা আহজাব: ২২

চলে এসো। আর তারা নিজেরা তো যুদ্ধে আসেই না; আসলেও তা অতি সামান্য।'[৪৪]

কারণ, তারা ভালো করেই জানে, যদি জালিমদের সামনে তাদের জুলুমের কথা প্রকাশ করা হয়; তাহলে আমরা বিপদাপদের সম্মুখীন হবো। এজন্য তারা এমন পন্থা গ্রহণ করেছে, যার মাধ্যমে জালিমদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে পারবে এবং তারা তাদের সাথে একমত হবে। আর এটা তো একটি জ্ঞাত বিষয় যে, তাদের নেতৃবর্গ মহান আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, তা অপছন্দ করে। এজন্যই তারা আল্লাহর নাজিলকৃত বিধানের বিরুদ্ধাচারণ করে। তুমি তাদের পরিণতি শুনে রাখো—

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

'যারা তাদের সামনে হিদায়াত পরিস্ফুট হয়ে যাওয়ার পরও পেছনে ফিরে যায়, নিশ্চয়ই শয়তান তাদেরকে প্ররোচিত করেছে এবং তাদেরকে দূর-দূরান্তের আশা দেখিয়েছে। এসব এজন্য যে, যারা আল্লাহর নাজিলকৃত বিষয়কে অপছন্দ করে, তাদেরকে তারা (মুনাফিকরা) বলেছে, 'কোনো কোনো বিষয়ে আমরা তোমাদের কথা মানবো'। আল্লাহ তাদের গুপ্ত কথাসমূহ ভালোভাবে জানেন। ফেরেশতাগণ যখন তাদের চেহারায় ও পেছন দিকে আঘাত করতে করতে তাদের জান কবজ করবে, তখন তাদের দশা কী হবে? এটা এজন্য যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করে দেন।'[৪৫]

৪৪. সুরা আহজাব: ১৮

৪৫. সুরা মুহাম্মাদ: ২৫-২৮

চলে এসো। আর তারা নিজেরা তো যুদ্ধে আসেই না; আসলেও তা অতি সামান্য।'[৪৪]

কারণ, তারা ভালো করেই জানে, যদি জালিমদের সামনে তাদের জুলুমের কথা প্রকাশ করা হয়; তাহলে আমরা বিপদাপদের সম্মুখীন হবো। এজন্য তারা এমন পন্থা গ্রহণ করেছে, যার মাধ্যমে জালিমদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে পারবে এবং তারা তাদের সাথে একমত হবে। আর এটা তো একটি জ্ঞাত বিষয় যে, তাদের নেতৃবর্গ মহান আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, তা অপছন্দ করে। এজন্যই তারা আল্লাহর নাজিলকৃত বিধানের বিরুদ্ধাচারণ করে। তুমি তাদের পরিণতি শুনে রাখো—

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

'যারা তাদের সামনে হিদায়াত পরিস্ফুট হয়ে যাওয়ার পরও পেছনে ফিরে যায়, নিশ্চয়ই শয়তান তাদেরকে প্ররোচিত করেছে এবং তাদেরকে দূর-দূরান্তের আশা দেখিয়েছে। এসব এজন্য যে, যারা আল্লাহর নাজিলকৃত বিষয়কে অপছন্দ করে, তাদেরকে তারা (মুনাফিকরা) বলেছে, 'কোনো কোনো বিষয়ে আমরা তোমাদের কথা মানবো'। আল্লাহ তাদের গুপ্ত কথাসমূহ ভালোভাবে জানেন। ফেরেশতাগণ যখন তাদের চেহারায় ও পেছন দিকে আঘাত করতে করতে তাদের জান কবজ করবে, তখন তাদের দশা কী হবে? এটা এজন্য যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করে দেন।'[৪৫]

....

৪৪. সুরা আহজাব: ১৮

৪৫. সুরা মুহাম্মাদ: ২৫-২৮

ইমাম শানকিতি রহ. তাফসিরে আজওয়াউল বায়ানে লেখেন—

‘এসকল আয়াত ব্যাপক। শব্দের ব্যাপকতার আওতাভুক্ত সবকিছুর ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। আর তাতে যে শাস্তির ঘোষণা রয়েছে, তা প্রত্যেক এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে, যে আল্লাহর নাজিলকৃত বিধানকে অপছন্দ করেছে।’

তিনি আরও বলেন—

‘একটি জরুরি জ্ঞাতব্য বিষয়: এই জামানায় প্রত্যেক মুসলমানের ওপর সুরা মুহাম্মাদের এই আয়াতগুলো নিয়ে গভীরভাবে ভাবা এবং তাতে যে ভয়াবহ শাস্তির কথা বিবৃত হয়েছে তার ব্যাপারে সতর্ক থাকা একান্ত অপরিহার্য। কারণ, আয়াতে যে ভয়াবহ শাস্তির কথা বিবৃত হয়েছে, এ যুগে মুসলিম নামধারী অধিকাংশ মানুষ তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কেননা, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সকল কাফিরই আল্লাহ যা কিছু নাজিল করেছেন তা অপছন্দ করে। আর তা হলো, কুরআন এবং সুন্নাহ— অর্থাৎ নবি ﷺ কুরআনেরই ব্যাখ্যাস্বরূপ যা কিছু বয়ান করেছেন। তো যে-সকল কাফিররা আল্লাহ যা কিছু নাজিল করেছেন, তা অপছন্দ করে, তাদের উদ্দেশ্যে যখন কোনো মুসলিম বলে, কোনো কোনো বিষয়ে আমরা তোমাদের অনুসরণ করবো, যেমন আজকালকের মুসলিমদের অবস্থা, যারা মানবরচিত সংবিধান অনুসরণ করে, আদতে এর মাধ্যমে তারা আনুগত্য করে সেসব অথর্বের, যারা আল্লাহর নাজিলকৃত বিধানকে অপছন্দ করে— নিঃসন্দেহে এরাই তারা, ফেরেশতাগণ যাদের চেহারায় ও পেছন দিকে আঘাত করতে করতে জান কবজ করবে। আর তা এজন্য যে, তারা এমন পথ অনুসরণ করেছে, যা আল্লাহ ﷻ-কে অসন্তুষ্ট করে এবং তারা আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টি অর্জনকে থোড়াই কেয়ার করে; বরং অনেকে তো রীতিমতো অপছন্দ করে। তাই আল্লাহ ﷻ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন। তাই তুমি চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করো, সেসকল অভাগা লোকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে, যারা কুফফার গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে বলে, ‘কোনো কোনো বিষয়ে আমরা তোমাদের অনুসরণ করবো’।’

ইমানের প্রকৃত দাবি নাকি শুধু আত্মতুষ্টি

আমরা বলবো, এ ধরনের লোকেরা বাহ্যত ইমানের দাবি করে; কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের এই ইমানের দাবিকে ‘আত্মতুষ্টি’ বলে অভিহিত করেছেন। কারণ, তাদেরকে আল্লাহ ﷻ-র নাজিলকৃত বিধানকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো

নীতির আলোকে বিচারকার্য পরিচালনা করার জন্য বাধ্য করা হয়নি। বরং তারা এ ব্যাপারে আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট। প্রশান্ত ও সন্তুষ্টচিত্তেই তারা এর অনুসরণ করে এবং এসব আইন প্রণয়নকারীদেরকে মুমিনদের থেকেও অধিক সৎপথপ্রাপ্ত বলে অভিহিত করে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

'(হে নবি,) তুমি কি তাদের দেখনি? যারা দাবি করে, তারা তোমার প্রতি যে কালাম নাজিল করা হয়েছে তাতেও ঈমান এনেছে এবং তোমার পূর্বে যা নাজিল করা হয়েছিল তাতেও; কিন্তু তাদের অবস্থা এই যে, তারা ফায়সালার জন্য তাগুতের কাছে নিজেদের মোকাদ্দামা নিয়ে যেতে চায়; অথচ তাদের আদেশ করা হয়েছিল, যেন সুস্পষ্টভাবে তাগুতকে অস্বীকার করে। বস্তুত শয়তান তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে চরমভাবে গোমরাহ করতে চায়।'[৪৬]

এই আয়াতে মহান আল্লাহ ﷻ তাদের জঘন্য ইচ্ছার কারণে তাদের ঈমানের দাবিকে 'আত্মতুষ্টি' বলে অভিহিত করেছেন। তো যারা নিজেদের রাষ্ট্রে তাগুত (মানবরচিত আইনকানুন) স্থাপন-উদ্ভাবন করে, এর ওপর রাজি ও সন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং যারা এর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে— তাদেরকে দমন-পীড়নের সম্মুখীন করে, তাদের ঈমানের দাবিকে আত্মতুষ্টি নয় তো কী নামে নামকরণ করা যেতে পারে? তথাপি তাদের নিয়োগকৃত দায়িদের এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা এবং লোকদেরকে তা থেকে উদ্ধার না করা সেই জালিমদের আনুগত্যেরই অপরিহার্য পরিণতি। কারণ এই জালিম শাসকগোষ্ঠীই তাদেরকে আল্লাহর নাজিলকৃত বিধানকে বাদ দিয়ে তাগুতি সংবিধান গ্রহণ করার ক্ষেত্রে, কুফফার গোষ্ঠীর সঙ্গে মৈত্রিতা স্থাপনের ক্ষেত্রে, মুশরিকদেরকে নিজেদের ভাই আখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং এ ধরনের আরও অন্যান্য ক্ষেত্রে আলোচনার সূত্রপাত করতে নিষেধ করে দেয়। এই নীরবতা এবং মৌনতা মুহাম্মাদ ﷺ এর আদর্শের সম্পূর্ণ খেলাফ, যেমনটা পূর্বে বিবৃত হয়েছে।

....

৪৬. সুরা নিসা: ৬০

ফিতনার এই সময়ে ইমানের হিফাজত

হে আমার ভাই, এসকল বিষয়ে অবগত থাকা তোমার জন্য ফরজ। তুমি নিজেকে কিতাব এবং সুন্নাহর সামনে উপস্থাপন করো এবং এসকল ধোঁকাবাজদের ধোঁকায় পা দিয়ো না, যারা আল্লাহর এই নির্দেশনা থেকে বিমুখ হয়েছে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

'হে ইমানদারগণ, তোমরা পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামে প্রবেশ করো।'[৪৭]

এই লোকদের তো অবস্থা এই যে, তারা যেখানে কল্যাণ প্রত্যক্ষ করে, সেখানে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে; আর যেখানে কষ্ট এবং জটিলতা প্রত্যক্ষ করে, সেখানে ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। যেমনটি ওপরে সুরা মুহাম্মাদের ২৬-২৮ আয়াতে বিবৃত হলো এবং যেমনটি এই হাদিসে বলা হয়েছে—

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا

'অন্ধকার রাতের টুকরার মতো ফিতনা (বিপর্যয়-পরীক্ষা) আগমনের পূর্বেই তোমরা সৎকাজের প্রতি অগ্রসর হও। ওই সময় যে ব্যক্তি সকালবেলায় মুমিন থাকবে, সে সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যাবেলায় মুমিন থাকবে, সে সকালে কাফির হয়ে যাবে। মানুষ পার্থিব তুচ্ছ স্বার্থের বিনিময়ে তার দীনকে বিক্রি করে দেবে।'[৪৮]

মানুষ তাদের প্রশংসায় মত্ত থাকে— এ দেখে তাদের দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়ো না। কারণ, স্বয়ং নবিজি ﷺ তোমার সামনে এই লোকগুলোর স্বরূপ উন্মোচিত করেছেন। সহিহ বুখারির 'ফিতান' অধ্যায়ে হুজায়ফা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

'قال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر: حدثنا: «أن الأمانة نزلت

....

৪৭. সুরা বাকারা: ২০৮

৪৮. সহিহ মুসলিম: ১১৮; জামিউত তিরমিজি: ২১৯৫; আল-মুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ৮০৩০

في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة» وحدثنا عن رفعها قال: « ينام الرجل النومة، فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوكت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان »

'রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে দুটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। একটির (বাস্তবায়ন) আমি দেখেছি এবং দ্বিতীয়টির অপেক্ষা করছি। নবি ﷺ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয়ই আমানত মানুষের হৃদয়মূলে অবতীর্ণ হয়। তারপর তারা কুরআনের শিক্ষা অর্জন করে। এরপর নবি ﷺ-এর সুন্নাহ সম্বন্ধেও শিক্ষা অর্জন করে।'

এর পরক্ষণে আমানত তুলে নেওয়া প্রসঙ্গে নবি ﷺ বলেন— 'মানুষ ঘুমিয়ে যাবে এবং এই অবস্থায় তার অন্তর থেকে আমানত ওঠিয়ে নেওয়া হবে, অনন্তর একটি বিন্দুর মতো চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। তারপর সে নিদ্রামগ্ন হবে, তখন আবার আমানত তুলে নেওয়া হবে, এতে ফোসকার মতো চিহ্ন পড়বে, যেমন জ্বলন্ত অঙ্গার তোমার পায়ে রাখা হলে ফোসকা পড়ে। তুমি তা স্ফীত অবস্থায় দেখতে পাও; অথচ তার ভেতর কিছুই নেই। মানুষ বেচাকেনা করতে থাকবে বটে; কিন্তু কেউ আমানত আদায় করবে না। তারপর লোকেরা বলাবলি করবে যে, অমুক বংশে একজন আমানতদার লোক আছে। এরকম পরিস্থিতি দাঁড়াবে যে, কারও প্রসঙ্গে বলা হবে, সে কতই না জ্ঞানী, কতই না সতর্ক এবং কতই না সাহসী! অথচ প্রশংসিত ব্যক্তির অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ ইমানও থাকবে না।'[৪৯]

হাদিসের আলোকে তোমার সামনে প্রতিভাত হলো যে, আল্লাহর কাছে আমানতের গুরুত্ব অপরিসীম। আর মানুষ যে-সকল আমানত বহন করেছে—

....

৪৯. সহিহ বুখারি: ৬৪৯৭, ৭০৮৬; সহিহ মুসলিম: ১৪৩; জামিউত তিরমিজি: ২১৭৯

এর মধ্যে সবচে’ বড় হলো দীন। হাফিজ ইবনু হাজার ﵀ ফাতহুল বারি[৫০] গ্রন্থে বলেন—

‘এমনটি সংঘটিত হবে। আজকাল লোকদের অবস্থা থেকেও এমনটি প্রত্যক্ষ করা যায়। বস্তুত যারা খেয়ানতকারীদের সঙ্গ অবলম্বন করে, একপর্যায়ে সে নিজেও খেয়ানতকারী হয়ে যায়। কারণ, প্রত্যেকে তার সঙ্গীর অনুকরণ করে থাকে।’

হাদিসে উল্লেখিত ব্যক্তিগুলো মানুষের চোখে বড় জ্ঞানী, বড় সতর্ক এবং বড় সাহসী হবে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তর ইমানশূন্য থাকবে। এজন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ ফোসকার সাথে উপমা দিয়েছেন, বাহ্যত যা স্ফীত মনে হয়; অথচ তার ভেতর কিছুই থাকে না।

তৃতীয় দলের বিবরণ

তৃতীয় দলও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শের পরিপন্থি পথে চলছে, তাদের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাধান্য অর্জন করা। তাদের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিগুলোর মধ্যে একটি এই যে, বিভিন্ন ধরনের পর্দার পেছনে লুকিয়ে থাকা। তারা যাদের অধীনে কাজ করে, তাদের চেষ্টা থাকে, সে-সকল লোকদেরকে ধোঁকায় ফেলে রাখা। অথচ সহিহ মুসলিমে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

لا غدر في الاسلام

‘ইসলামে কোনো ধোঁকা নেই।’ (অর্থাৎ কাউকে ধোঁকায় ফেলে মুসলমান বানানো জায়িয নয়।)

এমনিভাবে খায়বার যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে আলি ؓ থেকে সহিহ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

ادعهم الى الاسلام

‘তুমি তাদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দাও।’

এ ধরনের লোকেরা যখন কোনো তাওহিদপন্থিকে তাওহিদের দিকে আহ্বান করতে দেখে, শিরক এবং বিদআতের নিন্দা করতে দেখে এবং জয়িফ হাদিস থেকে বেঁচে সহিহ হাদিস বয়ান করতে দেখে, তখন মন্তব্য করে যে, এরা

....

৫০. ফাতহুল বারি: ৩৯/১৩

ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করেনি। এরপর তারা সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে রকমারি সমালোচনায় মেতে ওঠে। আর শুধু এতটুকুই নয়; বরং তারা এমন চিন্তাধারাও ফেরি করে বেড়ায়, যা এর চেয়েও ভয়াবহ। তারা উম্মাহর সামনে ইসলামের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের মিশেল ঘটিয়ে নতুন কিছু উপস্থাপন করতে চায়।

মুক্তিপ্রাপ্ত দলের কিছু বৈশিষ্ট্য

আমরা এ ধরনের লোকদের উদ্দেশ্যে বলবো, স্রষ্টার অস্তিত্বের স্বীকৃতি তো মক্কার মুশরিকরাও দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করত, এমনকি বিতাড়িত ইবলিসও এ বিষয়টি স্বীকার করত; কিন্তু এই স্বীকৃতি কি তাদের কোনো উপকারে এসেছে? আমরা বলছি, নবি ﷺ মুক্তিপ্রাপ্ত দলের (তেহাত্তর দলের মধ্য থেকে যারা মুক্তিপ্রাপ্ত হবে) যেসব গুণাবলি বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে একটি হলো— 'হকের ওপর প্রকাশিত', লুকায়িত বা গোপন নয়। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রকাশ্যে তার দাওয়াত দিতেন, দৃপ্তকণ্ঠে দীনের বার্তা প্রচার করতেন এবং খোল্লমখোলা কাফিরদের সঙ্গে শত্রুতা এবং তাদের দীনের সঙ্গে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দিতেন। এটাই তো মিল্লাতে ইবরাহিম ﷺ। এজন্যই তো তাকে এবং তার সাহাবিদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়েছিল, তাদের বহিষ্কার করা হয়েছিল। আর তোমাকে তো মানবতার মঞ্চে রাষ্ট্রীয় কর্মচারী, দীনের বার্তা প্রচারকারী, শাইখ, উস্তাদ, সৈনিক কিংবা সাংবাদিক প্রভৃতিরূপে বরণ করে নেওয়া হয়।

যদি তোমরা তাদের সঙ্গে শত্রুতার ঘোষণা দাও, যদি তোমরা প্রকাশ্যে সম্পর্ক ছিন্নের পথ ও পন্থাকে গ্রহণ করে নাও; তাহলে তারা তোমাদেরকে দূরে ছুঁড়ে ফেলবে, তোমাদেরকে মারাত্মক রকমের কষ্টে ফেলবে, তোমাদের এ ধরনের সম্মানজনক ও গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন করবে না; বরং তোমাদেরকে বহিষ্কার করবে, তোমাদের উত্তম ব্যক্তিবর্গকে হত্যা করে ফেলবে, যেমনটি রাসুলুল্লাহ ﷺ এবং তার সাহাবিদের সঙ্গে হয়েছে। কারণ, তাদের দাওয়াতের ভিত্তিই ছিল এটা।

অগ্রহণীয় অজুহাতসমূহ

সকল গোষ্ঠী তিনটি বিষয়কে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করায়—

১. সদস্য-সংখ্যার স্বল্পতা
২. বস্তুগত প্রস্তুতির অবিদ্যমানতা
৩. শত্রুর সংখ্যাধিক্য, ভয়ানক অস্ত্রশক্তি এবং অসাধারণ রণপ্রস্তুতির সামনে

টিকতে না পেরে পরাজিত হওয়ার আশঙ্কা।

অথচ এ বিষয়গুলো কখনোই অজুহাত হতে পারে না। সদস্য-সংখ্যার স্বল্পতা তো এজন্য অজুহাত হতে পারে না যে, মক্কায় তেরো বছর পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিরা সব ধরনের কষ্ট সয়েছেন। আমাকে বলো, তাঁদের সংখ্যা কতছিল? এরপরও কি রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে নীরব থাকার, সন্ধি করে নেওয়ার, বস্তুবাদী পৃথিবীর বেশি থেকে বেশি উপকার অর্জনের দিকে অভিমুখী হওয়ার এবং শত্রুদের সঙ্গে মিলে কাজ করার অনুমতি প্রদান করেছেন? তিনি কি তাঁদেরকে কাফিরদের ধোঁকায় রেখে তাদের গুরুত্বপূর্ণ দফতরগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভের উৎসাহ দিয়েছেন? না রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদেরকে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিকল্পনাগুলোর মতো কোনো সুদৃঢ়-সুসংহত পরিকল্পনা করে দিয়েছিলেন? পক্ষান্তরে তোমাদের পরিকল্পনাগুলোর অবস্থা তো আমরা সরাসরি প্রত্যক্ষ করছি এবং তার ফলাফল পুরোপুরিই ভোগ করছি।

অপরদিকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর দাওয়াতের ফলাফল তো কোনো চক্ষুষ্মানের দৃষ্টিপটে অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। তার সাথে ছিল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সাহাবিদের এক কাফেলা, যাদের ভয়ে রোম এবং পারস্য আতঙ্কিত হয়ে ওঠত, যে রোম এবং পারস্য ছিল তৎকালীন পরাশক্তি, তোমাদের এ যুগে যেমন যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া হলো দুনিয়ার পরাশক্তি। আবু সুফিয়ানের সাথে রোমসম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রশ্নোত্তর এবং তা থেকে হিরাক্লিয়াস যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল— তা থেকে সেই অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবে—

সহিহ বুখারির দীর্ঘ হাদিসে বিবৃত হয়েছে—

وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه، وهم أتباع الرسل..... وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر..... فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين

হিরাক্লিয়াস বলল, 'আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, সম্ভ্রান্ত লোক তার অনুসরণ করে, নাকি সাধারণ লোক? তুমি বলেছ, সাধারণ লোকই তার অনুসরণ করে। আর বাস্তবেও এই শ্রেণির লোকেরাই হন রাসুলগণের অনুসারী। ....আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি সন্ধি

ভঙ্গ করেন কি না? তুমি বলেছ, না। প্রকৃতপক্ষে রাসুলগণ এরূপই সন্ধি ভঙ্গ করেন না। ....তুমি যা বলেছ, তা যদি সত্য হয়, তবে শীঘ্রই তিনি আমার দু-পায়ের নিচের জায়গার অধিকারী হবেন।'[৫১]

হিরাক্লিয়াসের সুগভীর জ্ঞান এবং তার দূরদর্শিতার দিকে লক্ষ করো— সে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বিজয়লাভের ঘোষণা দিচ্ছে; অথচ এটা তার জানা যে, এই নবির অধিকাংশ অনুসারী নিতান্ত সাধারণ লোক। সে নবির রণপ্রস্তুতি, শক্তি এবং বাহিনী সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই করেনি।

আখেরি নবি ﷺ-এর দীনের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নাকি তা হয়নি?
হ্যাঁ, দীন ইসলামের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তা যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়ার সমকক্ষ রোম-পারস্য শাসন করেছিল।

কিন্তু তোমরা যেহেতু মিল্লাতে ইবরাহিম ত্যাগ করেছ, তার বিরোধিতায় সরব হয়েছ, ভিন্ন কোনো আদর্শ গ্রহণ করেছ, নিজেদের ধারা বদলে ফেলেছ আর মিল্লাতে ইবরাহিমের মধ্যে পরিবর্তন-বিকৃতি সাধনের প্রচেষ্টায় রত হয়েছ; তাই আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে এ কথা বলবো যে, কিছুতেই তোমাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না।

যদি বলো, কেন আমাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না?
আমরা বলবো, তোমরা ধোঁকার পথকে নিজেদের পরিকল্পনার অংশ বানিয়ে নিয়েছ; অথচ রাসুল ﷺ এবং তাঁর অনুসারীগণ কখনও ধোঁকার পথে হাঁটেননি।

তোমরা নিজেদের সংগঠনের জন্য তোমাদের দৃষ্টিতে বিশেষ ক্ষমতাধর শ্রেণি এবং শক্তিশালী কর্তৃপক্ষের সদস্যদের বেছে নিয়েছ; অথচ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসারীগণ ছিলেন দুর্বল। 'রাসুলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মানুষদের মধ্যে পার্থক্যকারী'— যেমনটি সহিহ বুখারির উদ্ধৃতিতে পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। তেমনি তাঁর সাহাবিগণও নিজ প্রতিপালককে কিয়ামাতের দিন বলবেন—

فارقناهم، ونحن أحوج منا إليه اليوم،

'হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা মানুষদের থেকে আলাদা হয়েছি এমতাবস্থায় যে, তাদের প্রতি আমাদের প্রয়োজন ছিল প্রচণ্ড।'

....

৫১. সহিহ বুখারি: ৭

অথচ তোমরা সব ধরনের মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে চলো, সবাই-ই তোমাদের দৃষ্টিতে মুসলমান; তাদের বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি ও কাজকর্মে পারস্পরিক কতটা ভিন্নতা— তা সবই তোমাদের দৃষ্টিতে অবিবেচ্য এবং গুরুত্বহীন বিষয়। একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তারা জাতীয়তার সারিতে সহাবস্থানে চলে আসুক, সম্মানজনক পদসমূহ অধিকার এবং ধোঁকার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তারা তোমাদের সহযোগী হয়ে যাক— যাতে তোমরা নিজেদের কল্পিত ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হও।

অথচ রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রকাশ্য মানহাজকে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করে, মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেও ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়েছেন। তাঁর সাহাবিদের মধ্য থেকেও শহিদ হয়েছে মাত্র গুটিকয়েক প্রাণ, বন্দির সংখ্যা তো নিতান্ত স্বল্প।

তোমরা নিজেদের বিশ্বাসকে গোপন রাখো, মুশরিকদের সারিতে প্রবেশ করে ঐক্যের বন্ধনেও আবদ্ধ হও, সব ধরনের চাল প্রয়োগ করো, এতদসত্ত্বেও নিজেদের কল্পিত ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হও না। অথচ এই ধোঁকার আন্দোলনে তোমাদের হাজার ব্যক্তি মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করেছে। বাস্তবতা হলো, তোমরা এখনও পর্যন্ত নবিজি ﷺ-এর এই বাণী হৃদয়ঙ্গম করোনি—

لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ

'মুমিন একই গর্তে দু-বার দংশিত হয় না।'[৫২]

আমরা তোমাদের সে কথাই বলবো, ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ যা বলেছিলেন—

لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها

'এই উম্মাহর শেষভাগের লোকেরা কিছুতেই সংশোধিত হতে পারবে না, তবে সেই উপাদানের মাধ্যমে পারবে, যার মাধ্যমে প্রথম ভাগের লোকেরা সংশোধিত হয়েছিল।'

আর নবিজি ﷺ তো বলেছেন—

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ

....

৫২. সহিহ বুখারি: ৬১৩৩; সহিহ মুসলিম: ২৯৯৮

'আমার উম্মাহর একদল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যারা তাদের বিরুদ্ধাচারণ করবে, তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যাবত না আল্লাহর নির্দেশ আসে।'[৫৩]

দীনের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পন্থা

দীনের সাহায্য তিনটি জিনিসের ওপর নির্ভর করে—

১. আল্লাহ তাআলার তাওহিদের দিকে মানুষদের আহ্বান করার ক্ষেত্রে সত্য কথা বলা। শিরক ও বিদআত এবং মুশরিক ও বিদআতিদের সঙ্গে শত্রুতা রাখা এবং তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দেওয়া। সবক্ষেত্রে একমাত্র রাসুলুল্লাহ ﷺ এর অনুসরণ করা।

২. এমনটি করলে দমন-পীড়নের সম্মুখীন হতে হবে, ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত করা হবে, ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং আখের এমন ভূমিতে হিজরত করতে হবে, যেখানে মিল্লাতে ইবরাহিমের অনুসারীদের জমায়েত হবে।

৩. এরপর লড়াই সংঘটিত হবে।

এই তিনটি বিষয়ের দলিল নিম্নরূপ—

আল্লাহ বলেন—

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

'যারা ইমান এনেছে, যারা হিজরত করেছে এবং যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, নিঃসন্দেহে তারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করে। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৫৪]

তিনি আরও বলেন—

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ. أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ

....

৫৩. সহিহ বুখারি: ৭৩১১; সহিহ মুসলিম: ১৯২১

৫৪. সুরা বাকারা: ২১৮

لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের প্রতিরক্ষা করেন, যারা ইমান এনেছে। জেনে রেখো, আল্লাহ কোনো বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে (তারা নিজেদের প্রতিরক্ষার্থে যুদ্ধ করতে পারে)। যেহেতু তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে। নিশ্চিত জেনে রেখো, আল্লাহ তাদের জয়যুক্ত করতে পরিপূর্ণ সক্ষম। যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে কেবল এ কারণে বের করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা বলেছিল, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ'। আল্লাহ যদি মানবজাতির এক দলকে অন্য দলের মাধ্যমে প্রতিহত না করতেন; তবে ধ্বংস করে দেওয়া হতো খানকাহ-গির্জা, ইবাদতখানা ও মসজিদসমূহ— যাতে আল্লাহর জিকির করা হয় বেশি-বেশি। আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করবেন, যারা তাঁর (দীনের) সাহায্য করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। তারা এমন যে, আমি যদি দুনিয়ায় তাদেরকে ক্ষমতা দান করি; তবে তারা সালাত কায়েম করবে, জাকাত আদায় করবে, মানুষকে সৎকাজের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে। সব কাজেই পরিণতি আল্লাহরই হাতে।'[৫৫]

তিনি আরও বলেন—

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

'যারা ফিতনায় আক্রান্ত হওয়ার পর হিজরত করেছে, তারপর জিহাদ

....

৫৫. সুরা হজ: ৩৮-৪১

করেছে ও ধৈর্যধারণ করেছে, তোমার প্রতিপালক এসব বিষয়ের পর অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৫৬]

তিনি আরও বলেন—

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ . الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

'যারা অন্যদের জুলুম-নির্যাতন সহ্য করার পর নিজ দেশ ত্যাগ করেছে, নিশ্চিত থেকো, আমি দুনিয়ায়ও তাদেরকে উত্তম নিবাস দান করবো আর আখিরাতের প্রতিদান তো নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ। হায়, তারা যদি জানত! তারা ওই সব লোক, যারা ধৈর্যধারণ করে এবং নিজ প্রতিপালকের ওপর ভরসা রাখে।'[৫৭]

নবিজি ﷺ-এর কার্যকলাপেও সিরাত-পাঠকারীর সামনে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তিনি প্রকাশ্যে স্পষ্ট ভাষায় দৃপ্তকণ্ঠে সত্যের দাওয়াত দিয়েছেন। এরপর তাঁকে বের করে দেওয়া হয়েছে। আর তারপর তিনি লড়াই করেছেন। এসব পর্ব অতিক্রান্ত হওয়ার পর মহান প্রভুর সাহায্য এসেছে।

আসআদ ইবনু যুরারা ؓ-ও এটাই বুঝেছিলেন, যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বাইয়াতের সময়ে বললেন— 'আর তোমরা সত্য বলবে, কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না।'

আসআদ ؓ বাইয়াতকারীদের উদ্দেশ্যে বললেন—

وَإِنَّ إِخْرَاجَهُ الْيَوْمَ مُفَارَقَةُ الْعَرَبِ كَافَّةً، وَقَتْلُ خِيَارِكُمْ،

'আজ তাঁকে বের করে নিয়ে যাওয়াটা গোটা আরবের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার নামান্তর; এবং এর পরিণতিতে তোমরা তরবারির ভয়াবহ আঘাতের শিকার হবে, তোমাদের নেতৃবর্গকে নির্মমভাবে হত্যা করা হবে।'

....

৫৬. সুরা নাহল: ১১০

৫৭. সুরা নাহল: ৪১-৪২

রাসুলুল্লাহ ﷺ নীরব থেকে আসআদ ﷺ-এর কথা শুনছিলেন এবং তিনি আসআদ ﷺ-এর কথার স্বীকৃতিপ্রদান হিসেবে নীরব থাকছিলেন।

পরিশেষে তাদের ভাগ্যে সেই সুখকর পরিণতিই নেমে এসেছিল। এর অব্যবহিত পরই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেছেন। ফলে সামান্য কয়েক বছরের ব্যবধানে তারা সমগ্র পৃথিবীর নেতৃত্ব দিয়েছেন। আর এর পুরস্কার হিসেবে আখিরাতে তারা জান্নাতপ্রাপ্ত হয়েছেন।

উল্লিখিত আলোচনার সারকথা হলো—

১. যে ব্যক্তি শিরক এবং মুশরিকদের থেকে প্রকাশ্যে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করবে এবং তাদের প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করবে, সে যেন পৃথিবীর ক্ষমতাধর শ্রেণির সঙ্গে শত্রুতার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে— আর এটাই মিল্লাতে ইবরাহিম ﷺ।

২. যে ব্যক্তি কথা-বার্তা, আকিদা-বিশ্বাস এবং কাজ-কর্মে একমাত্র রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করবে, উগ্র দলান্ধ অন্ধশ্রেণি— যারা এই সুনিপুণ মানহাজের ওপর ব্যক্তিদের কথাকে প্রাধান্য দেয়— তারা তার বিপক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে।[৫৮]

সরল সঠিক মানহাজের পরিচয় কীভাবে লাভ করবে

এ বিষয়টি ভালো করে বুঝে নাও যে, তুমি এই মৌলিক বিষয়টি ততক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না, যাবত না দলিল-প্রমাণ গ্রহণ করো এবং শুধু সেই বিষয়গুলোর প্রবক্তা হও, যা বিশুদ্ধরূপে সুন্নাহর ভাণ্ডারে সাব্যস্ত রয়েছে। কেননা, যদি তুমি সহিহ দলিল ছাড়া শুধু আলিমদের বক্তব্যকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করো; তাহলে বিপরীত পক্ষও কোনো সহিহ দলিল ছাড়া নিজেদের আলিমদের মত-অভিমতকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করবে। এজন্য শুধু নিজের বোঝার ওপর নির্ভর করো না; বরং কিতাব এবং সুন্নাহর বক্তব্য অনুধাবন করার ব্যাপারে আলিমগণের বোধ-উপলব্ধির সাহায্য গ্রহণ করো। এক্ষেত্রে কুরআন-

৫৮. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য— হুকমু মুওয়ালাতি আহলিল ইশরাক, আল-ফিকাক মিন মুওয়ালাতিল মুরতাদ্দিন ওয়া আহলিল ইশরাক এবং আল্লামা শানকিতি ﷺ রচিত তাফসিরু আজওয়ায়িল বায়ান থেকে সুরা মুহাম্মাদের তাফসির।

সুন্নাহর ব্যাপারে সাহাবিদের উপলব্ধি-অনুধাবনকে সর্বাগ্রে রাখো, তেমনি যারা তাদের ধারা অনুসরণ করেছেন এবং তাদের পদাঙ্কের অনুকরণ করেছেন, তাদেরও। আর এসব বিষয়ই হবে সুপ্রমাণিত এবং বিশুদ্ধ দলিলের আলোকে। জান্নাত এবং তার নিয়ামাত সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি এবং জাহান্নাম ও তার শাস্তি সম্পর্কিত সতর্কবাণী সংক্রান্ত আয়াতগুলোকে তার বাহ্যিক অর্থের ওপরই স্থির রাখো। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো মুসলিম গুনাহকে হালাল মনে না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই গুনাহে লিপ্ত হওয়ার দরুন তাকে কাফির বলো না। আমাদের ওপর এ বিশ্বাস ধারণ করা অপরিহার্য যে, মহান আল্লাহ সকল গুনাহকে (যার জন্য ইচ্ছা) ক্ষমা করেন, তবে তিনি শিরককে ক্ষমা করেন না। আর এটাই সালাফের মাযহাব।[৫৯]

সত্যের ওপর যেভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে

এসব কিছুর পর তুমি নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করো— অথর্ব অর্বাচীনরা তোমাকে মন্দ বলবে, হেয় জ্ঞান করবে এবং তোমাকে অপবাদস্বরূপ 'তাকফিরি' অভিধায় অভিহিত করবে। মিল্লাতে ইবরাহিমকে ধারণ করলে 'উলামায়ে সু' তোমার থেকে পালিয়ে বেড়াবে, তারা তোমাকে বিভিন্ন নামে নামকরণ করবে। শাসকগোষ্ঠীর কাছে তারা তোমাকে 'খারেজি' বলে অভিহিত করবে— যাতে করে শাসকগোষ্ঠীর লোকেরা তোমাকে হত্যা করে ফেলে এবং তাদের এক মুক্ত অঙ্গন প্রদান করে; যেমনটি ইউসুফ ﷺ এর ভাইয়েরা করেছিল। আর আলিমদের কাছে তোমাকে 'জাহেরি' হিসেবে চিহ্নিত করবে। 'কিন্তু তুমি সবর করো এবং নিজ প্রতিপালকের ওপর আস্থা রাখো। কারণ, এটাই যে হিদায়াত এবং সফলতার রাজপথ।'

তবে তাদের প্রতি তোমার বিদ্বেষ যেন তোমাকে তাদের আনীত সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে উদ্বুদ্ধ না করে। মুয়াজ ইবনু জাবাল ﷺ বলেন—

اقبلوا الحق من كل من تكلم به إن على الحق لنوراً

'তুমি সত্যকে গ্রহণ করো তার থেকে, যে তা নিয়ে এসেছে।
কারণ, সত্যের ওপর রয়েছে নুর।'

৫৯. আলোচ্য বিষয়ে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া ﷺ তার আশ-শাফিয়াহ ফি মাসআলাতিল ইমান গ্রন্থে অন্তরাত্মা প্রশান্তকারী বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

নুর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর কিতাব এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রমাণিত সুন্নাহ। আর মনে রেখো, তুমি এমন জামানায় বাস করছ, যাতে ইবলিসও যদি রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করতে পারে; তাহলে সেও অবলীলায় এমন দায়িদের পেয়ে যাবে, যারা তার জন্য ইসলামের বিশেষ অংশ বরাদ্দ করবে, তবে শর্ত থাকবে, বিনিময়স্বরূপ সে তাদের তিনটি জিনিস প্রদান করবে— 'সার্টিফিকেট, পদমর্যাদা এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি।' কারণ, ইবলিস তিনটি বিষয়কে নির্দ্বিধায় স্বীকার করে— 'স্রষ্টার অস্তিত্ব, পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস এবং কোনো মাধ্যম গ্রহণ ছাড়া সরাসরি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা।'

আল্লাহ তার সম্পর্কে বলেছেন—

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

'সে বলল, হে আমার প্রতিপালক, সুতরাং আপনি আমাকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দিন, যেদিন তারা পুনরুত্থিত হবে।'[৬০]

ইবলিসের দায়ি এবং মুবাল্লিগরাও এ তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে। আর এ বিষয়গুলো তো ইসলামেরই অন্তর্ভুক্ত। যেমন সেই নরাধমের কাছেও তো একদল খতিব এবং বক্তাদের সরব উপস্থিতি ছিল, যে বলেছিল—'কুরআন পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ'। এছাড়াও সে আরও অনেক বাতিল দাবি করেছিল, এখানে আমরা যেগুলো উল্লেখ করতে চাচ্ছি না।

জেনে রেখো, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সার্বক্ষণিক চিন্তা ছিল মানুষদের সঠিক পথ প্রদর্শন করা। মানবতার মঞ্চে কোনো অবস্থান লাভ করার জন্য কিংবা তার প্রতি মানুষের দৃষ্টিকে আকর্ষিত করার জন্য তিনি কোনোরূপ চেষ্টা করেননি। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন—

مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللّٰهُ بِهِ

'যে সুনাম-সুখ্যাতি অন্বেষণের উদ্দেশ্যে আমল করবে, আল্লাহ তার কাজের দোষ-ত্রুটি প্রচার করে দেবেন। আর যে মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করবে, আল্লাহও তাকে তাই দেখাবেন (অর্থাৎ সে প্রদর্শনীমূলক আমল করলে তা প্রচার করে দেখানো হবে)।'[৬১]

৬০. সুরা হিজর: ৩৬

৬১. সহিহ বুখারি: ৬৪৯৯; সহিহ মুসলিম: ২৯৮৭

অপর এক বর্ণনায় সহিহ সনদে এসেছে—

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا شيء له» فأعادها ثلاث مرات، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا شيء له» ثم قال: «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا، وابتغي به وجهه

'এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে বললেন, ওই ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনি কী বলেন, যে সাওয়াব এবং সুনাম— উভয়টির জন্য জিহাদ করে, তার জন্য কী রয়েছে? রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তার জন্য কিছুই নেই। সে ব্যক্তি তার প্রশ্ন তিনবার পুনরাবৃত্তি করল। রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেকবার তাকে (একটি কথাই) বললেন, তার জন্য কিছুই নেই। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা তার জন্য কৃত খাঁটি আমল ব্যতীত— যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই উদ্দেশ্য না হয়— আর কিছুই কবুল করেন না।'[৬২]

তুমি অহংকার থেকে বেঁচে থাকো। অহংকার হলো মানুষকে তুচ্ছ মনে করা এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার কাছে এই মর্মে অহি পাঠিয়েছেন যে, তোমরা বিনয় অবলম্বন করো। কেউ যেন কারও ওপর জুলুম না করে এবং কেউ যেন কারও ওপর গর্ব না করে।'

উল্লিখিত গুণগুলোকে নিজের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত করো। নিজের আমল দেখে মুগ্ধ হয়ো না। রাসুলুল্লাহ ﷺ ধ্বংসাত্মক গুণ সম্পর্কে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন—

وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ.

---

৬২. নাসায়ি

'এবং মানুষের নিজের ব্যাপারে নিজে মুগ্ধ হওয়া।'[৬৩]

আমি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য এই দীনকে নির্বাচিত করেছেন, তিনি আমাদের ওপর এই দীনের সাহায্য করাকে অপরিহার্য করেছেন এবং আমরা যদি তাঁর দীনকে সাহায্য করি; তাহলে তিনি আমাদেরকে সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ইবনু সাহমান ﷺ বলেন—

'ইলম এবং তাকওয়ার অধিকারীদের জন্য উচিত হলো— দীনের ওপর অশ্রু ঝরানো। কারণ, পৃথিবীতে তার চিহ্নসমূহ ক্রমশই মিটে যাচ্ছে। সমগ্র সৃষ্টিকুলের মনোযোগ এবং প্রচেষ্টা এই দুনিয়া এবং সম্পদ সঞ্চয়ের ওপর নিবিষ্ট হয়েছে। তাদের দুনিয়া ঠিক হবে তাদের দীন ধ্বংস করার মাধ্যমে। আর এভাবে তাদের সকল প্রকারের সুস্বাদু বস্তু এবং খাদ্যদ্রব্য অর্জিত হবে। এই দুনিয়ার স্বার্থেই তারা শত্রুতা সৃষ্টি করে, এমনকি বন্ধুত্বও করে থাকে দুনিয়ারই স্বার্থে। তাদের কাছে তাকওয়ার অধিকারী ব্যক্তি এবং অপরাধী উভয়ই সমান। প্রকৃত মিল্লাতে ইবরাহিমকে ধোঁকার চাদরে আবৃত করে ফেলা হয়েছে।'

আল্লাহ ﷻ বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

'হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি নিজ দীন থেকে ফিরে যায়; তবে আল্লাহ এমন লোক সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাকে ভালোবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি

....

৬৩. পুরো হাদিসটি নিম্নরূপ—

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ، وَثَلَاثٌ مُنَجِّيَاتٌ، وَثَلَاثٌ كَفَّارَاتٌ، وَثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ. فَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ: فَشُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ. وَأَمَّا الْمُنَجِّيَاتُ: فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ، وَالرِّضَى، وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ، وَالْغِنَى، وَخَشْيَةُ اللهِ فِي السِّرِّ، وَالْعَلَانِيَةِ. معجم الطبراني الأوسط: ৫৭৫৪

কোমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে ইচ্ছা করেন দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।'[৬৪]

সত্য সর্বদা বিজয়ী থাকে

হে আমার ভাই, খুব ভালো করে বুঝে নাও যে, আল্লাহ তাআলা এই দীনের হিফাজত এবং সাহায্যের দায়িত্ব নিয়েছেন। এজন্য ফিতনার যুগে এবং এই কঠিন ক্ষণে বিরুদ্ধবাদীদের সংখ্যাধিক্য দেখে ধোঁকায় পতিত হয়ো না। কারণ এই কঠোরতা আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী হওয়ার দলিল; যেমনটি আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন। কারণ মানুষদের আল্লাহ তাআলার দীন থেকে সরে গিয়ে দীনের দুশমনদের সঙ্গে সখ্যতা গড়া এ কথার নিদর্শন যে, আল্লাহ অচিরেই এই লোকদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে এমন লোকদেরকে আনবেন, যারা আয়াতে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলোর অধিকারী হবে। সুতরাং তুমি দৃঢ়পদ থাকো, আশা করা যায়, আল্লাহ তোমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করবেন। আর জেনে রেখো, তোমাকে এরই আদেশ করা হয়েছে। তাই তুমি এই বিধানের সামনে আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হয়ে যাও। আর স্মরণ রেখো, পরাজিত ব্যক্তিকে তার পরাজয়ের কারণগুলোর মধ্য থেকে কোনো বিষয়ই তার পলায়নের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না। যেমনটি হুনাইন যুদ্ধের সময় যখন শত্রুপক্ষের আমির তাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং স্ত্রী-কন্যাদেরকে বাহিনীর সাথে নিয়ে নিয়েছিল— যাতে করে তারা পরাজিত হলেও পলায়নের কথা কল্পনায়ও না আনে, তখন দুরায়দ ইবনুস সাম্মাহ বলেছিলেন— 'ধিক তোমাকে! পরাজিত সেনাকে কোনো কিছুই ফেরাতে পারে না।'

তুমি উপরিউক্ত আয়াত এবং তাতে উল্লেখিত মুমিনদের গুণাবলি— যার মাধ্যমে প্রতিপালকের সাহায্য অবতীর্ণ হয়— নিয়ে একটু ভেবে দেখো। এই গুণগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম গুণ হলো— 'আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন'। অন্যত্র আল্লাহ ﷻ এই ভালোবাসা লাভের পন্থা উল্লেখ করেছেন—

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

৬৪. সুরা মায়িদা: ৫৪

ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

'হে নবি, আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো, তবে আমার অনুসরণ করো; তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের পাপরাশিকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৬৫]

দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা করেছেন যে, 'তারা মুমিনদের প্রতি কোমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে'; বর্তমানের অধিকাংশ নামধারী মুসলমানদের মতো নয়। আয়াতে উল্লেখিত জিহাদ শব্দটি এক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে— নফসের সাথে জিহাদ, শয়তানের সাথে জিহাদ, মুনাফিক এবং কুফফারগোষ্ঠীর বিপক্ষে জিহাদ সবগুলো প্রকারকেই তা অন্তর্ভুক্ত করে।

তুমি নফসের সাথে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের ক্ষেত্রে জিহাদ করবে, নফসকে একমাত্র আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করবে, তাতে যেন লৌকিকতা এবং প্রসিদ্ধি অন্বেষণের কোনো অসৎ কামনাই বাকি না থাকে। যখন তুমি এই পর্যায়ে উপনীত হবে, তখন তুমি আর নিন্দার ভয় করবে না।

শয়তানের সাথে জিহাদের অর্থ হলো, শয়তান তার সুহৃদদের ব্যাপারে তোমাকে আতঙ্কিত করার, তোমার অন্তরে রকমারি সংশয়-সন্দেহ জাগ্রত করার এবং তোমাকে দীর্ঘ দীর্ঘ আশা-প্রত্যাশা এবং স্বপ্ন-কল্পনার ফানুস দেখিয়ে হতাশ ও হতোদ্যম করার যত ধরনের চেষ্টা করবে— তুমি সাহসিকতার সঙ্গে তার সবগুলোই প্রতিরোধ করবে।

মুনাফিকদের সঙ্গে জিহাদ হবে দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে; যেমন আল্লাহ বলেন—

وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا

'তাদের নিজেদের সম্পর্কে তাদের সঙ্গে হৃদয়গ্রাহী কথা বলো।'[৬৬]

কাফিরদের সঙ্গে জিহাদ হবে তরবারির মাধ্যমে। আর এতে রয়েছে বিরাট প্রতিদান। আল্লাহ ﷻ বলেন—

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ

৬৫. সুরা আলে ইমরান: ৩১
৬৬. সুরা নিসা: ৬৩

رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ . فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ

'এবং যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে কখনোই মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত। তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রিজিক দেওয়া হয়। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা-কিছু দিয়েছেন, তারা তাতে প্রফুল্ল। আর তাদের পরে এখনও যারা (শাহাদাতে) তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি, তাদের ব্যাপারে এ কারণে তারা আনন্দ বোধ করে যে, (তারা যখন তাদের সঙ্গে এসে মিলিত হবে, তখন) তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না। তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহের কারণেও আনন্দ উদযাপন করে এবং এ কারণেও যে, আল্লাহ মুমিনদের কর্মফল নষ্ট করেন না।'[৬৭]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন—

لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الفَزَعِ الأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الوَقَارِ، اليَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الحُورِ العِينِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ

'শহিদের জন্য আল্লাহর কাছে ছয়টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে— রক্তের প্রথম ফোঁটা ঝরার সাথে সাথেই তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, সে জান্নাতে তার অবস্থানস্থল দেখতে পায়, কবরের আজাব থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়, মহাভীতি থেকে সে নিরাপদ থাকে এবং ইমানের ভূষণে অলঙ্কৃত হয়, তাকে হুরে-ঈনের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করে দেওয়া হয় এবং নিকটাত্মীয়দের মধ্য থেকে সত্তরজনের ব্যাপারে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।'[৬৮]

....

৬৭. সুরা আলে ইমরান: ১৬৯-১৭১

৬৮. জামিউত তিরমিযি: ১৬৬৩

এটা আল্লাহর অনুগ্রহ ওই ব্যক্তির জন্য, যে নিজ ঈমানের ক্ষেত্রে সত্যবাদী প্রমাণিত হয়েছে।

হক প্রতিষ্ঠা করবে যেভাবে

জেনে রেখো, ইসলামের কাঠামো ধ্বসে গেছে, তার স্বল্পই বাকি রয়েছে। কারণ, ইসলামের অনুসারীরা ঠিক তেমনটা করেছে, যেমন করেছিল আব্দুল মুত্তালিব—যখন আবরাহা তার হস্তিবাহিনী নিয়ে বাইতুল্লাহ গুঁড়িয়ে দিতে প্রয়াসী হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন— 'আমি আমার উটগুলোর প্রভু। আর এই ঘরের একজন প্রভু রয়েছেন, যিনি তা সুরক্ষা করবেন।' তো এই সকল লোকেরা তাদের নিজেদের স্বার্থ এবং কর্তব্যের প্রভু আর দীনের একজন প্রভু রয়েছেন, যিনি তা সুরক্ষা করবেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ

'তোমরা অবশ্যই একটি একটি করে ইসলামের হাতলগুলোকে ভেঙ্গে ফেলবে। যখনই একটি হাতল ভেঙ্গে যাবে, তখন মানুষ অপরটি ধরে ঝুলে থাকবে। সর্বপ্রথম যে হাতলটি ভেঙ্গে যাবে, তা হলো শাসনক্ষমতা। আর এগুলোর মধ্যে সর্বশেষ হলো সালাত।'[৬৯]

আল্লাহ ﷻ বলেন—

'এমন কত জনপদ ছিল, যা তারা তোমাকে তোমার যে জনপদ থেকে বের করে দিয়েছে তা অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী ছিল, আমি তাদের সকলকে ধ্বংস করে দিয়েছি। তখন তাদের কোনো সাহায্যকারী ছিল না। সুতরাং বলো তো, যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক উজ্জ্বল পথে রয়েছে, সে কি তাদের মতো হতে পারে, যাদের দুষ্কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে তোলা হয়েছে এবং তারা

৬৯. আল-মুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ৫/২৫১; আস-সুন্নাহ, ইবনু আহমাদ ইবনি হাম্বাল: ১/৩৬৫; আস-সুন্নাহ, আবু বকর খাল্লাল: ১৩৩০; আল-মুসতাদরাক, ইমাম হাকিম: ৪/৯২; সহিহ ইবনু হিব্বান: ৬৭১৫, ২২১৬০;তাবারানি: ৭৪৮৬; শুআবুল ইমান, বায়হাকি: ৭৫২৪, ৫২৭৭

তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে থাকে?’[৭০]

যখন তুমি সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তখন সংখ্যা বা প্রস্তুতির ব্যাপারে কোনো শঙ্কা করো না। কেননা, আল্লাহ ﷻ বলেছেন—

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ . وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ
>
> ‘হে মুমিনগণ, তোমরা যদি আল্লাহ তাআলার (দীনের) সাহায্য করো; তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা’কে অবিচল রাখবেন। আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য আছে ধ্বংস। আল্লাহ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিয়েছেন। তা এই জন্য যে, তারা আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তা অপছন্দ করেছিল। সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন।’[৭১]

ইবনুল কায়্যিম ؒ বলেন—

‘সত্য সাহায্যপ্রাপ্ত হয় এবং সত্যের পথে প্রভূত পরীক্ষা আসে। তাই তুমি বিস্মিত হয়ো না, কারণ রাহমানের সুন্নাহই এটা। এর মাধ্যমেই তাঁর দল শয়তানের দল থেকে আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়। আর এ কারণেই সকল মানুষ দু-দলে বিভক্ত। এজন্য তুমি দৃপ্তকণ্ঠে আল্লাহর বিধান ঘোষণা করো, আল্লাহর পথে সৃষ্টজীবকে ভয় করো না। আল্লাহকে ভয় করো, তুমি নির্বিঘ্নে সফলতা লাভ করবে। আল্লাহর জন্য যদি গোটা সৃষ্টজীবকে পরিত্যাগ করতে হয়; তাহলে সেটাই করো। তবে নিজ প্রবৃত্তির তাড়নায় বা শয়তানের প্ররোচনায় অহমিকাক্রান্ত হয়ে তা করো না। অসন্তুষ্টি প্রকাশ এবং অভিযোগ প্রদান ছাড়াই সবর করতে থাকো। আর অপরাধীদের কোনো প্রকার শাস্তি প্রদান না করে মার্জনা করো।’

....

৭০. সুরা মুহাম্মাদ: ১৩-১৪
৭১. সুরা মুহাম্মাদ: ৭-৯

সত্য প্রতিষ্ঠার পথে অবশ্যপালনীয় কিছু নির্দেশনা

সত্য প্রতিষ্ঠার পথে কুরআন এবং সুন্নাহয় বর্ণিত বিধিবিধান, আদেশ-নিষেধ এবং পালনীয়-পরিত্যাজ্য বিষয়গুলোর প্রতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ রাখা এবং পরিপূর্ণ আনুগত্য অবলম্বন করে প্রত্যেক অবাধ্যতা থেকে বাঁচা জরুরি; যেমনটি আয়াত থেকে প্রতিভাত হলো। আর এ বিষয়গুলোই সাহায্য লাভের মাধ্যম এবং উপকরণ।

একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যারা মিল্লাতে ইবরাহিমের ওপর চলতে চায়, তাদের জন্য যার প্রতি বিষয়টির অত্যাধিক গুরুত্বের কারণে সর্বদা লক্ষ রাখা জরুরি। আর তা হলো, বিরোধী পক্ষের ব্যাপারে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করা। বিষয়টির সারকথা হলো, শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার পূর্বে সত্য প্রকাশের পাশাপাশি শত্রুপক্ষের ব্যাপারে সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করা এবং মুখোমুখি হওয়ার পর দৃঢ়পদ থাকা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

> أَيُّهَا النَّاسُ، لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَسَلُوا اللهَ العَافِيَةَ، فإذا لَقِيتُمُوهُم فَاصبِرُوا، واعلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ السُّيوفِ
>
> 'হে লোকসকল, শত্রুর সঙ্গে মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়াকে কামনা করো না। আল্লাহ তাআলার কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। এরপর যখন তোমরা শত্রুর সম্মুখীন হবে, তখন ধৈর্যধারণ করবে। জেনে রেখো, জান্নাত তরবারির ছায়ার নিচে।'[৭২]

অর্থাৎ শত্রুর সঙ্গে মোকাবেলার আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়; বরং যতটুকু সম্ভব তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করাটা কাম্য। তবে একান্ত যদি মোকাবেলা হয়েই যায়, সেক্ষেত্রে দৃঢ়পদ থেকে সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাওয়া উচিত; কোনো প্রকার ভীরুতা প্রদর্শন, যুদ্ধের প্রাঙ্গণ ছেড়ে পলায়ন কিংবা শত্রুর জনবল-অস্ত্রবল দেখে ভীত হয়ে যাওয়াটা কোনো অবস্থায়ই সমর্থনযোগ্য নয়। বরং তখন একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করে দৃঢ়পদ থেকে বীরবিক্রমে লড়াই চালিয়ে যাওয়া জরুরি।'

৭২. সহিহ বুখারি: ২৯৬৬; সহিহ মুসলিম: ১৭৪২

আল্লাহ ﷻ বলেন—

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

'সুতরাং তোমার প্রতি যে অহি নাজিল করা হয়েছে, তা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখো। নিশ্চয়ই তুমি সরল পথে রয়েছ।'[৭৩]

তিনি আরও বলেন—

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

'তোমার কাছে যে অহি পাঠানো হচ্ছে, তুমি তার অনুসরণ করো এবং ধৈর্যধারণ করো, যে পর্যন্ত না আল্লাহ মীমাংসা করে দেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।'[৭৪]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন—

إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

'তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে, নিশ্চয়ই তারা শীঘ্রই প্রচুর মতবিরোধ দেখবে। তখন তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাহ এবং আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত খলিফাগণের সুন্নাহকে অনুসরণ করবে। তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখবে। আর তোমরা (দীনের মধ্যে) প্রত্যেক নবআবিষ্কৃত জিনিস থেকে বেঁচে থাকো।'[৭৫]

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে প্রচুর মতবিরোধ এবং অসংখ্য মতাদর্শের উত্থান ঘটেছে। এজন্য হে আমার ভাই, তুমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এই ওসিয়াতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো।

৭৩. সুরা জুখরুফ: ৪৩

৭৪. সুরা ইউনুস: ১০৯

৭৫. সুনানু আবি দাউদ: ৪৬০৭; সুনানু ইবনি মাজাহ: ৪২; সুনানুদ দারিমি: ৯৬

আল্লাহ ﷻ বলেন—

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ

'তুমি যখন তাদের দেখো, তখন তাদের শারীরিক গঠন তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তারা যখন কথা বলে, তখন তুমি তাদের কথা আগ্রহ ভরে শুনতে থাকো। তাদের অবস্থা এমন— যেন তারা দেয়ালে ঠেকানো কাঠ। তারা যে-কোনো হাঁক-ডাককে নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। (কারণ, তাদের অপরাধী মন সর্বদা শঙ্কিত থাকে— এই বুঝি তাদের কুকীর্তি ফাঁস হয়ে গেল!) তারাই (তোমাদের) শত্রু। তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকো। তাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করুন। তারা বিভ্রান্ত হয়ে কোন দিকে চলছে?'[৭৬]

অর্থাৎ, সত্য প্রতিষ্ঠার পথে নিজেদের দলভুক্ত মুনাফিকদের ব্যাপারে সদা-সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। কোনো অবস্থায়ই তাদের বিছানো ফাঁদ বা ধোঁকায় পা দেওয়া সঙ্গত নয়। কারণ, প্রত্যেক বিপদসঙ্কুল ক্ষেত্রে তারা হকপন্থিদের মধ্যে ভীরুতা ঢুকিয়ে তাদেরকে পিছপা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। আর তারা নিজেরা তো চরম ভীরু এবং মৃত্যু ভয়ে তটস্থ।

আল্লাহ ﷻ বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'হে মুমিনগণ, যখন তোমরা কোনো দলের সম্মুখীন হবে, তখন অবিচলিত থাকবে এবং আল্লাহকে বেশি পরিমাণে স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।'[৭৭]

৭৬. সুরা মুনাফিকুন: ৪
৭৭. সুরা আনফাল: ৪৫

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা সম্মুখসমরের সময়ে অনেক নেককার মানুষদের মন থেকে বিস্মৃত হয়ে যায়— 'আল্লাহকে বেশি পরিমাণে স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফল হতে পারো'।

উবাদা ইবনু সামিত ﷺ-এর হাদিসটি লক্ষ করো—

بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَالْأَثَرَةِ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَلَنَا الْجَنَّةُ

'আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ কথার অঙ্গীকার দিলাম যে, সুখে-দুঃখে এবং অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থায় আমরা তার কথা শ্রবণ করবো, তার আনুগত্য করবো এবং ক্ষমতার ব্যাপারে যথোপযুক্ত লোকের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হবো না। যেখানেই থাকি না কেন, আমরা হক কথা বলবো এবং আল্লাহর পথে আমরা কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবো না। আর আমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।'[৭৮]

আমাদের অবস্থানের পক্ষে দলিল হলো হাদিসের এই বাক্য— 'যেখানেই থাকি না কেন, আমরা হক কথা বলবো।' আল্লাহর কসম দিয়ে তোমাকে বলছি, একটু ভেবে দেখো, সে সময়ে মুসলমানদের সংখ্যা কত ছিল এবং নবি ﷺ কোন রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতার অধীনে ছিলেন?

উত্তর হলো, তাদের সংখ্যাধিক্যও ছিল না, কোনো ধরনের প্রস্তুতিও ছিল না; বরং তারা অমানবিক নির্যাতন এবং দমন-পীড়নের মধ্যে ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাদেরকে নীরবতা গ্রহণ এবং মৌনতা অবলম্বনের সুযোগ কিংবা অনুমোদন দেওয়া হয়নি। কারণ, দীন প্রতিষ্ঠিত হয় একমাত্র প্রকাশ্য ঘোষণা এবং সুস্পষ্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে। আর দীনকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরলে এবং প্রকাশ্যে শত্রুতার ঘোষণা দিলে নসিবে অপরিহার্যভাবেই পীড়ন এবং বহিষ্কারের দণ্ড নেমে আসে; ওয়ারাকা ইবনু নাওফাল যেমনটি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছিলেন—

لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ

....

৭৮. সহিহ মুসলিম: ১৭০৯; সহিহ বুখারি: ৭০৫৬; আহমাদ: ২২৭৬৯

'তুমি যা নিয়ে আগমন করেছ, অতীতে যিনিই তোমার মতো এমন কিছু নিয়ে এসেছেন, তার সঙ্গেই শত্রুতা করা হয়েছে।'[৭৯]

এক্ষেত্রে সমস্ত মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—

১. প্রথম দল শান্তি-সন্ধি প্রতিষ্ঠা, মৌনতা অবলম্বন এবং তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা ঘোষণা না করার দিকে দাওয়াত দেয়। এটা সুন্নাহ-বিরোধী পথ। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ইসলামের নামধারণকারী অধিকাংশ মানুষের অবস্থান আজ এর ওপরই।
২. দ্বিতীয় দল ত্বরিৎ অবস্থান গ্রহণ করে এবং লড়াইয়ের ঘোষণাও দেয়; তবে তারা বাতিলপন্থিদের সমাজেই অবস্থান করে। এই দলও সুন্নাহ অনুধাবন করতে ভ্রান্তির শিকার হয়েছে।

(তৃতীয় দলের বর্ণনা কয়েক পৃষ্ঠা পর উল্লিখিত হবে।)

সত্য প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধক কিছু সংশয়

প্রথম দল আল্লাহ তাআলার এই বক্তব্যকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে—

وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

'যদি তারা সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে; তবে তোমরাও সেদিকে ঝুঁকে পড়বে এবং আল্লাহর ওপর নির্ভর করবে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'[৮০]

একইভাবে হুদাইবিয়ার সন্ধিকেও তারা দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে। সুরা মুহাম্মাদের 'আয়াতুল কিতাল' উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা করছে—

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

'সুতরাং তোমরা মনোবল হারিয়ে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ো না। তোমরাই

৭৯. সহিহ বুখারি
৮০. সুরা আনফাল: ৬১

প্রবল; আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন। তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো ক্ষুণ্ণ করবেন না।'[৮১]

এখন আমরা বাহ্যত বিরোধপূর্ণ উল্লিখিত দুটি আয়াতের সমন্বয় উল্লেখ করছি। আল্লামা শানকিতি ﵀ বলেন—

'সুরা মুহাম্মাদের এই 'আয়াতুল কিতাল' এবং সুরা আনফালের আয়াতের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। এজন্য একটিকে অপরটির নাসিখ (রহিতকারী) আখ্যা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই; বরং উভয় আয়াতই বিরোধমুক্ত দ্ব্যর্থহীন। উভয়টির প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আয়াতুল কিতালে— 'সুতরাং তোমরা মনোবল হারিয়ে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ো না।' এর মাধ্যমে নিজেরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সন্ধি করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। আর সুরা আনফালের আয়াতে সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ার যে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তার প্রয়োগক্ষেত্র হলো— যখন কুফফারগোষ্ঠী নিজেদের তরফ থেকে সন্ধি এবং শান্তিচুক্তি প্রতিষ্ঠার আবেদন জানাবে, তখন তাদের সেই চুক্তির প্রতি আগ্রহী হওয়ার অনুমতি রয়েছে; যেমনটি আয়াতের শব্দগুলো থেকেই প্রতীয়মান হয়— 'যদি তারা সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে; তবে তোমরাও সেদিকে ঝুঁকে পড়বে এবং আল্লাহর ওপর নির্ভর করবে।'

সুতরাং আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, উভয় আয়াতের উদ্দেশ্য এবং প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহও এ বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে। এবার হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়ে কুফফারগোষ্ঠীর সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কী ঘটেছিল—তা লক্ষ করো।

বিস্তারিত ঘটনার বিবরণ সহিহ বুখারিতে উল্লিখিত হয়েছে।

'রাসুলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়ার সময় বের হলেন। যখন সাহাবিগণ পথে এক জায়গায় এসে পৌঁছলেন, তখন নবি ﷺ বললেন, 'খালিদ ইবনু ওয়ালিদ কুরাইশদের অশ্বারোহী অগ্রগামী বাহিনী নিয়ে গামিম নামক স্থানে অবস্থান করছে। তাই তোমরা ডান দিক দিয়ে চলো।' আল্লাহর কসম! খালিদ মুসলমানদের উপস্থিতি টেরও পেল না, ইত্যবসরে যখন তারা মুসলিম সেনাবাহিনীর ধূলিরাশি দেখতে পেল, তখন সে কুরাইশদের সংবাদ দেওয়ার জন্য ঘোড়া দৌড়িয়ে চলে গেল।

....

৮১. সুরা মুহাম্মাদ: ৩৫

এদিকে রাসুলুল্লাহ ﷺ অগ্রসর হয়ে যখন সেই গিরিপথে পৌঁছলেন, যেখান থেকে মক্কার সোজা পথ চলে গিয়েছে, তখন নবি ﷺ-এর উটনী বসে পড়ল। লোকজন তাকে (ওঠাবার জন্য) 'হাল-হাল' বলল; কিন্তু উটনী তার জায়গায়ই অনড় থাকল। তখন তারা বলাবলি করতে লাগল, 'কাসওয়া ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, কাসওয়া ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।' রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'কাসওয়া ক্লান্ত হয়নি এবং তা তার স্বভাবও নয়; বরং তাকে তিনিই আটকিয়েছেন যিনি হস্তিবাহিনীকে আটকিয়েছিলেন।' তারপর তিনি বললেন, 'সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কুরাইশরা আল্লাহর সম্মানিত বিষয়সমূহের মধ্যে যে কোনো বিষয়ের সম্মান প্রদর্শনার্থে কিছু চাইলে আমি অবশ্যই তা পূরণ করবো।'

এরপর তিনি তাঁর উষ্ট্রীকে ধমক দিলে সে ওঠে দাঁড়াল। বর্ণনাকারী বলেন, নবি ﷺ তাদের পথ ত্যাগ করে হুদায়বিয়ার শেষ প্রান্তে অল্প পানিবিশিষ্ট কূপের কাছে অবতরণ করেন। লোকজন তা থেকে অল্প-অল্প পানি নিচ্ছিল। এভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকজন পানি শেষ করে ফেলল এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পিপাসার অভিযোগ করা হলো। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর তূণীর থেকে একটি তির বের করলেন এবং তিরটি সেই কূপে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিলেন। আল্লাহর কসম! তখন পানি উপচে উঠতে লাগল, এমনকি সকলেই তৃপ্তিসহকারে পানি পান করল।

এমন সময় বুদাইল ইবনু ওয়ারাকা খুজায়ি তার খুজাআ গোত্রের কিছু লোক নিয়ে উপস্থিত হলো। তিহামাবাসীদের মধ্যে তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আন্তরিক হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল। বুদাইল বলল, আমি কাব ইবনু লুওয়াই ও আমির ইবনু লুওয়াইকে রেখে এসেছি। তারা হুদায়বিয়ার প্রচুর পানির নিকট অবস্থান করছে। তাদের সঙ্গে রয়েছে সাবকসহ দুগ্ধবতী অনেক উষ্ট্রী। তারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ও বায়তুল্লাহ জিয়ারতে বাধা প্রদান করতে প্রস্তুত। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমি তো কারো সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসিনি; বরং উমরা করতে এসেছি। যুদ্ধ নিঃসন্দেহে কুরাইশদের দুর্বল করে ফেলেছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা যদি চায়; তবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদের সঙ্গে সন্ধি করতে পারি আর তারা আমার ও কাফিরদের মধ্যকার বাধা তুলে নেবে।

যদি আমি তাদের উপর জয়ী হই; তবে অন্যান্য লোক ইসলামে যেভাবে প্রবেশ করেছে, তারাও চাইলে তা করতে পারবে। আর না হয়, তারা এ সময়টুকুতে

শান্তিতে থাকবে। কিন্তু তারা যদি আমার প্রস্তাব অস্বীকার করে; তা হলে সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার গর্দান বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত কিংবা মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করা পর্যন্ত আমরা এ ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাবো।'

এরপর বুদাইল কুরাইশদের কাছে এসে বলল, 'আমি সেই ব্যক্তিটির কাছ থেকে এসেছি এবং তাঁর নিকট কিছু কথা শুনে এসেছি। তোমরা যদি চাও; তাহলে তোমাদেরকে শোনাতে পারি।' তখন কুরাইশের নির্বোধ লোকেরা বলল, 'তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের নিকট তোমার কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করছি না।' কিন্তু তাদের বিবেকবান লোকেরা বলল, তুমি তাঁকে যা বলতে শুনেছ, আমাদেরকে তা বলো। তারপর রাসুলুল্লাহ ﷺ যা যা বলেছিলেন— বুদাইল সব তাদের শোনাল। এরপর উরওয়া ইবনু মাসউদ ওঠে দাঁড়িয়ে বলল, হে লোকেরা, আমি কি তোমাদের পিতৃতুল্য নই? তারা বলল, হাঁ নিশ্চয়ই। উরওয়া বলল, তোমরা কি আমার সন্তানতুল্য নও? তারা বলল, হাঁ অবশ্যই। উরওয়া বলল, আমার সম্বন্ধে তোমাদের কি কোনো অভিয়োগ আছে? তারা বলল, না। উরওয়া বলল, তোমরা কি জানো না যে, আমি তোমাদের সাহায্যের জন্য উকাজবাসীদের কাছে আবেদন করেছিলাম এবং তারা আমাদের আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকার করলে আমি আমার আত্মীয়-স্বজন, সন্তান-সন্ততি ও আমার অনুগতদের নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছিলাম?' তারা বলল, হাঁ, জানি।

উরওয়া বলল, এই লোকটি তোমাদের কাছে একটি ভালো প্রস্তাব পেশ করেছেন। তোমরা তা মেনে নাও এবং আমাকে তাঁর কাছে যেতে দাও। তারা বলল, আপনি তাঁর কাছে যান। তারপর উরওয়া নবি ﷺ এর কাছে এলো এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। নবি ﷺ তার সঙ্গে কথা বললেন, যেমনিভাবে বুদাইলের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। উরওয়া তখন বলল, হে মুহাম্মাদ, আপনি কি চান যে, আপনার কওমকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন? আপনি আপনার পূর্বের আরববাসীদের এমন কারও কথা শুনেছেন যে, সে নিজ কওমের মুলোৎপাটন করতে উদ্যত হয়েছিল? আর যদি অন্য রকম হয়, (তখন আপনার কী অবস্থা হবে?) আল্লাহর কসম! আমি কিছু চেহারা দেখছি এবং বিভিন্ন ধরনের লোক দেখতে পাচ্ছি, যাঁরা পালিয়ে যাবে এবং আপনাকে পরিত্যাগ করবে।

তখন আবু বকর রা. তাকে বললেন, 'তুই লাত দেবীর লজ্জাস্থান চেটে খা। আমরা

কি তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে যাবো?' উরওয়া জিজ্ঞেস করল, 'সে কে?' লোকজন বললেন, 'আবু বকর।' উরওয়া বলল, 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি তাঁর কসম করে বলছি, আমার ওপর যদি আপনার ইহসান না থাকত, যার প্রতিদান আমি দিতে পারিনি; তাহলে নিশ্চয়ই আপনার কথার জবাব দিতাম।' বর্ণনাকারী বললেন, উরওয়া পুনরায় নবি ﷺ-এর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে উরওয়া রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দাঁড়িতে হাত দিচ্ছিল। তখন মুগিরা ইবনু শুবা رضي الله عنه রাসুল ﷺ-এর শিয়রে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তাঁর সাথে ছিল একটি তরবারি এবং মাথায় ছিল লৌহ শিরস্ত্রাণ। উরওয়া যখনই রাসুল ﷺ-এর দাঁড়ির দিকে তার হাত বাড়াত, মুগিরা রা. তার তরবারির হাতল দিয়ে উরওয়ার হাতে আঘাত করতেন এবং বলতেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দাঁড়ি থেকে তোর হাত সরা।'

উরওয়া মাথা তুলে বলল, 'এ কে?' লোকজন বললেন, 'মুগিরা ইবনু শুবা।' উরওয়া বলল, 'হে গাদ্দার, আমি কি তোর গাদ্দারির পরিণতি থেকে তোকে উদ্ধারের চেষ্টা করিনি?' মুগিরা রা. জাহেলি যুগে কিছু লোকের সাথে ছিলেন। একদিন তাদের হত্যা করে তাদের সহায় সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। নবি ﷺ বললেন, 'আমি তোমার ইসলাম মেনে নিলাম, কিন্তু যে মাল তুমি নিয়েছ, তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।' তারপর উরওয়া চোখের কোণ দিয়ে সাহাবিদের দিকে তাকাতে লাগল। সে বলল, 'আল্লাহর কসম! রাসুলুল্লাহ ﷺ কখনও থুথু ফেললে তা সাহাবিদের হাতে পড়ত এবং তারা তা গায়ে মুখে মেখে ফেলতেন। তিনি তাঁদের কোনো আদেশ দিলে তা তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে পালন করতেন। তিনি অজু করলে তাঁর অজুর পানির জন্য তাঁর সাহাবিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হতো। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন নীরবে তা শুনতেন এবং তাঁর সম্মানার্থে সাহাবীগণ তাঁর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেন না।'

তারপর উরওয়া তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেল এবং বলল, 'হে আমার কওম, আল্লাহর কসম! আমি অনেক রাজা বাদশাহর নিকটে প্রতিনিধিত্ব করেছি। কায়সার (রোম-সম্রাট) কিসরা (পারস্য-সম্রাট) ও নাজাশির (আবিসিনিয়া-সম্রাট) নিকটে দূত হিসেবে গিয়েছি; কিন্তু আমি আল্লাহর কসম করে বলতে পারি যে, কোনো রাজা বাদশাহকেই তার অনুসারীদের মতো এতটা সম্মান করতে দেখিনি,

যেমন মুহাম্মাদের অনুসারীরা তাঁকে করে থাকে। আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসুল ﷺ যদি থুথু ফেলেন, তখন তা কোনো সাহাবির হাতে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা তা তাদের গায়ে মুখে মেখে ফেলে। তিনি কোনো আদেশ দিলে তাঁরা তা সঙ্গে সঙ্গে পালন করে; তিনি অজু করলে তাঁর অজুর পানি নিয়ে সাহাবিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়; তিনি কথা বললে, সাহাবিরা নিশ্চুপ হয়ে শোনে। এমনকি তাঁর সম্মানার্থে তাঁরা তাঁর চেহারার দিকেও তাকায় না। তিনি তোমাদের কাছে একটি ভালো প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, তোমরা তা মেনে নাও।'

এ কথা শুনে কিনানা গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, আমাকে তাঁর নিকট যেতে দাও। লোকেরা বলল, 'যাও।' সে যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবিগণের কাছে এলো, তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ হলো অমুক ব্যক্তি এবং সে এমন গোত্রের লোক, যারা কুরবানির পশুকে সম্মান করে থাকে। তোমরা তার কাছে কুরবানির পশু নিয়ে এসো। তারপর তার কাছে কুরবানির পশু নিয়ে আসা হলো এবং লোকজন তালবিয়া পাঠ করতে করতে তার সামনে এলো। তা দেখে লোকটি বলল, 'সুবহানাল্লাহ! এমন সব লোকদেরকে কাবা জিয়ারত থেকে বাধা দেওয়া সঙ্গত নয়।' তারপর সে তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, 'আমি কুরবানির পশু দেখে এসেছি, সেগুলোকে 'কিলাদা' পরানো হয়েছে ও চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই তাদের কাবা জিয়ারতে বাধা প্রদান সঙ্গত মনে করি না।'

তখন তাদের মধ্যে থেকে মিকরাজ ইবনু হাফ্স নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, 'আমাকে তাঁর কাছে যেতে দাও। তারা বলল, 'তাঁর কাছে যাও। তারপর সে যখন মুসলিমদের নিকটবর্তী হলো, নবি ﷺ বললেন, 'এ হলো মিকরাজ আর সে দুষ্ট ব্যক্তি। সে নবি ﷺ-এর সঙ্গে কথা বলছিল, এমন সময় সুহায়ল ইবনু আমর এলো। যখন সুহায়ল এলো, তখন নবি ﷺ বললেন, 'তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সহজ হয়ে গেল।

মা'মার রহ. বলেন, জুহরি রহ. তার বর্ণিত হাদিসে বলেছেন যে, সুহায়ল ইবনু আমর এসে বলল, 'আসুন আমাদের ও আপনাদের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র লিখি। তারপর নবি ﷺ একজন লেখককে ডাকলেন। এরপর নবি ﷺ বললেন, (লেখো—) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ। এতে সুহায়ল বলল, আল্লাহর কসম, রাহমান কে, আমরা তা জানি না; বরং পূর্বে আপনি যেমন লিখতেন, তাই লিখুন— اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ।

মুসলিমগণ বললেন, আল্লাহর কসম! আমরা بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ছাড়া আর কিছু লিখবো না। তখন নবি ﷺ বললেন, লেখো— بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ। তারপর বললেন, 'এটা সেই চুক্তিপত্র, যার ওপর চুক্তিবদ্ধ হয়েছে আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ ﷺ। তখন সুহায়ল বলল, 'আল্লাহর কসম! আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রাসুল বলেই বিশ্বাস করতাম; তাহলে আপনাকে কাবা জিয়ারত করতে বাধা দিতাম না এবং আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্যত হতাম না। বরং আপনি লিখুন— আবদুল্লাহ পুত্র মুহাম্মাদ (এর তরফ থেকে)। তখন নবি ﷺ বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসুল; যদিও তোমরা আমাকে অস্বীকার করো। লেখো— 'আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ।'

জুহরি রহ. বলেন, এটি এজন্য যে, তিনি বলেছিলেন, 'তারা যদি আল্লাহর পবিত্র বস্তুগুলোর সম্মানার্থে কোনো কথা দাবি করে; তাহলে আমি তাদের সে দাবি মেনে নেবো।' তারপর নবি ﷺ বললেন, 'এ চুক্তি করো যে, তারা আমাদের ও কাবা শরিফের মধ্যে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না, যাতে আমরা (নির্বিঘ্নে) তাওয়াফ করতে পারি। সুহায়ল বলল, আল্লাহর কসম! আরববাসীরা যেন এ কথা বলার সুযোগ না পায় যে, এ প্রস্তাব গ্রহণে আমাদের বাধ্য করা হয়েছে; বরং আগামী বছর তা হতে পারে। তারপর তা লেখা হলো। সুহায়ল বললো, 'এ-ও লেখা হোক যে, আমাদের কোনো লোক যদি আপনার কাছে চলে আসে এবং সে যদিও আপনার দীন গ্রহণ করে থাকে; তবুও তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেবেন।' মুসলিমগণ বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! যে ইসলাম গ্রহণ করে আমাদের কাছে এসেছে, তাকে কেমন করে মুশরিকদের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে?

এমন সময় আবু জানদাল ইবনু সুহায়ল ইবনি আমর সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বেড়ি পরিহিত অবস্থায় ধীরে ধীরে চলছিলেন। তিনি মক্কার নিম্নাঞ্চল থেকে বের হয়ে এসে মুসলমানদের সামনে নিজেকে উপস্থিত করলেন। সুহায়ল বলল, 'হে মুহাম্মাদ! আপনার সাথে আমার চুক্তি হয়েছে, সে অনুযায়ী প্রথম কাজ হলো, তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেবেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, এখনও তো চুক্তি সম্পাদিত হয়নি। সুহায়ল বলল, 'আল্লাহর কসম! তাহলে আমি আপনাদের সঙ্গে আর কখনও সন্ধি করবো না। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'কেবল এ মানুষটিকে আমার কাছে থাকার অনুমতি দাও।' সে বলল, 'না। এ অনুমতি আমি দেবো না।' রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি এটা করো।' সে বলল,

'আমি তা করবো না।

মিকরা বলল, 'আমরা তাকে আপনার কাছে থাকার অনুমতি দিলাম। আবু জানদাল বলেন, 'হে মুসলিম সমাজ, আমাকে মুশরিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে; অথচ আমি মুসলিম হয়ে এসেছি? আপনারা কি দেখছেন না, আমি কত কষ্ট পাচ্ছি? আল্লাহর রাস্তায় তাকে অনেক নির্যাতন করা হয়েছে। উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলাম এবং বললাম, 'আপনি কি আল্লাহর সত্য নবি নন? তিনি বললেন, হাঁ। আমি বললাম, 'আমরা কি হকের ওপর নই আর আমাদের দুশমনরা কি বাতিলের ওপর নয়? তিনি বললেন, হাঁ। আমি বললাম, 'তাহলে দীনের ব্যাপারে কেন আমরা হেয় হবো?'

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললাম, 'আমি অবশ্যই রাসুল। অতএব, আমি তার অবাধ্য হতে পারি না; অথচ তিনিই আমার সাহায্যকারী!' আমি বললাম, 'আপনি কি আমাদের বলেননি যে, আমরা শীঘ্রই বাইতুল্লাহ যাবো এবং তাওয়াফ করবো।' তিনি বললেন, হাঁ, আমি কি এ বছরই আসার কথা বলেছি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, 'তুমি অবশ্যই কাবাঘরে যাবে এবং তাওয়াফ করবে।' উমর ﷺ বলেন, 'তারপর আমি আবু বকর ﷺ এর কাছে গিয়ে বললাম, 'হে আবু বকর। তিনি কি আল্লাহর সত্য নবি নন?' আবু বকর ﷺ বললেন, 'অবশ্যই।' আমি বললাম, 'আমরা কি সত্যের ওপর নই এবং আমাদের দুশমনরা কি বাতিলের ওপর নয়? আবু বকর ﷺ বললেন, নিশ্চয়ই। আমি বললাম, 'তবে কেন আমরা এখন আমাদের দীনের ব্যাপারে এত হীনতা স্বীকার করবো?'

আবু বকর ﷺ বললেন, 'ওহে, নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর রাসুল এবং তিনি তাঁর রবের নাফরমানি করতে পারেন না। তিনিই তাঁর সাহায্যকারী। তুমি তাঁর অনুসরণকে আঁকড়ে ধরো। আল্লাহর কসম! তিনি সত্যের ওপর আছেন। আমি বললাম, 'তিনি কি বলেননি যে, আমরা অচিরেই বাইতুল্লাহ যাবো এবং তার তাওয়াফ করবো। আবু বকর ﷺ বললেন, অবশ্যই। কিন্তু তুমি এবারই যে যাবে তিনি কি এ কথা বলেছিলেন? আমি বললাম, না। আবু বকর ﷺ বললেন; তবে নিশ্চয়ই তুমি সেখানে যাবে এবং তার তাওয়াফ করবে।

জুহরি ﷺ বলেন যে, উমর ﷺ বলেছিলেন, আমি এর জন্য (অর্থাৎ ধৈর্যহীনতার কাফফারা হিসাবে) অনেক নেক আমল করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, সন্ধিপত্র লেখা শেষ হলে রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের বললেন, 'তোমরা ওঠো এবং

কুরবানি করো ও মাথা কামিয়ে ফেলো। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর কসম! রাসুলুল্লাহ ﷺ তা তিনবার বলার পরও কেউ ওঠলেন না। তাদের কাউকে ওঠতে না দেখে রাসুলুল্লাহ ﷺ উম্মু সালামা -এর কাছে এসে লোকদের এ আচরণের কথা বলেন। উম্মু সালামা বললেন, হে আল্লাহর নবি, আপনি যদি তাই চান; তাহলে আপনি বাইরে যান ও তাদের সাথে কোনো কথা না বলে আপনার উট আপনি কুরবানি করুন এবং ক্ষুরকার ডেকে মাথা মুণ্ডন করে ফেলুন।

সেই অনুযায়ী রাসুলুল্লাহ ﷺ বেরিয়ে গেলেন এবং কারও সাথে কোনো কথা না বলে নিজের পশু কুরবানি করলেন এবং ক্ষুরকার ডেকে মাথা মুণ্ডন করে ফেললেন। তা দেখে সাহাবিগণ ওঠে দাঁড়ালেন ও নিজ নিজ পশু কুরবানি করলেন এবং একে অপরের মাথা কামিয়ে দিলেন। অবস্থা এমন হলো যে, ভিড়ের কারণে একে অপরের ওপর পড়ে যেতে লাগলেন। তারপর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কয়েকজন মুসলিম মহিলা এলেন। তখন আল্লাহ ﷻ এই আয়াত নাজিল করলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

'হে মুমিনগণ! যখন মুমিন মহিলারা তোমাদের কাছে হিজরত করে আগমন করে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা করো। আল্লাহ তাদের ইমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জান যে, তারা ইমানদার; তবে আর তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। এরা কাফেরদের জন্য হালাল নয় এবং কাফেররা এদের জন্য হালাল নয়। কাফেররা যা ব্যয় করেছে, তা তাদের দিয়ে দাও। তোমরা এ

নারীদেরকে প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তা তোমাদের অপরাধ হবে না। তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা চেয়ে নাও এবং তারাও চেয়ে নেবে, যা তারা ব্যয় করেছে। এটা আল্লাহর বিধান, তিনি তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।'[৮২]

উল্লিখিত ঘটনায় (সিরাতের গ্রন্থাদিতে যা আরও বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে) কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়—

১. রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যখন এ বিষয়ে সংবাদ পৌঁছল যে, কুফফারগোষ্ঠী তাদের সকল বাহিনী একত্রিত করেছে এবং তাদের মিত্রপক্ষের কাছেও সাহায্য কামনা করেছে— যাতে রাসুলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবিদেরকে প্রতিরোধ করতে পারে, তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ কুরাইশের সহায়তায় যে পক্ষগুলো এগিয়ে এসেছে, তাদের স্ত্রী-পুত্র এবং ধন-সম্পদের ওপর চড়াও হওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। তখন আবু বকর رضي الله عنه পরামর্শ দিলেন, আমরা যে উদ্দেশ্যে— অর্থাৎ বাইতুল্লাহর জিয়ারত— বের হয়েছি, সে পথেই যাত্রা অব্যাহত রাখি। যদি তা উদ্দেশ্য পূরণের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়; তাহলে তাদের সঙ্গে লড়াই করবো।

২. এই সুদৃঢ় ইচ্ছার পর তাদের সামনে এমন নিদর্শন প্রকাশিত হলো, যা এ বিষয়ের ওপর সুস্পষ্ট আলোকপাত করলো যে, এখন লড়াইয়ের অনুমতি নেই। নিদর্শন ছিল রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর উটের বসে পড়া এবং কোনোভাবেই বসা থেকে না ওঠা। যা মূলত এই বার্তা প্রদান করছিল যে, যেভাবে আল্লাহ তাআলা মক্কা থেকে আবরাহার হাতিবাহিনীকে রোধ করেছিলেন, একইভাবে তিনি উটনীর গতিরোধ করেছেন।

৩. যখন তাদের সামনে পুরো বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কুরাইশরা আল্লাহর সম্মানিত বিষয়সমূহের মধ্যে যে-কোনো বিষয়ের সম্মান প্রদর্শনার্থে কিছু চাইলে আমি অবশ্যই তা পূরণ করবো।

৪. তিনি তাদের সামনে সন্ধির বিষয়টি এ শর্তসাপেক্ষে উত্থাপন করেছিলেন যে, তারা তার দাওয়াত প্রচারের পথে কোনো অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে না।

৮২. সুরা মুমতাহিনা: ১০

'তারা যদি চায়; তবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদের সঙ্গে সন্ধি করতে পারি আর তারা আমার ও কাফিরদের মধ্যকার বাধা তুলে নেবে।'

আর যদি তারা কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে; তাহলে তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। 'তারা যদি আমার প্রস্তাব অস্বীকার করে, তা হলে সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার গর্দান বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত কিংবা আল্লাহ তাআলা তাঁর দীনকে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা এ ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাবো।'

উল্লিখিত বিষয়গুলো থেকে প্রতিভাত হলো যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ শত্রুপক্ষকে সহায়তা প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সুদৃঢ় ইচ্ছা করে নিয়েছিলেন। তবে আবু বকর ؓ আসল লক্ষ্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার এবং যদি তারা কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাহলে দীন বিজয়ী হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

এটাও বিদিত হলো যে, নবিজি ﷺ তাদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার পেছনে আল্লাহর সম্মানিত বিষয়সমূহের প্রতি সম্মানবোধের চেতনা কার্যকর ছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি তাদের এই শর্ত দিয়েছেন যে, তারা তাঁর এবং মানুষদের মধ্যকার বাধা তুলে নেবে। এজন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ পুরো কুফফারগোষ্ঠীর সঙ্গে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হননি; বরং তিনি মূলত একটি দিক বন্ধ করেছিলেন, যাতে অন্য দিকের প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করতে পারেন। তথাপি এই শান্তিচুক্তি মুসলমানদের অন্তর থেকে কাফিরদের প্রতি দ্বেষ এবং শত্রুতায় কোনো ধরনের পরিবর্তন আনেনি; বরং নবি ﷺ এবং তাঁর সাহাবিদের অন্তরে কুফফারগোষ্ঠীর প্রতি দ্বেষ এবং শত্রুতা পূর্বের মতো বলবৎ এবং প্রকাশিত ছিল। এমনকি যখন কুরাইশের সর্দার আবু সুফিয়ান সন্ধিচুক্তির অঙ্গীকারনামা লেখানোর জন্য আগমন করেছিল, তখন বিলাল ؓ তাকে সরাসরি সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'এখনও পর্যন্ত আল্লাহর তরবারিসমূহ তার দুশমনদের ওপর চড়াও হয়নি। আবু বকর ؓ এ কথা শুনে মন্তব্য করলেন, 'তুমি কুরাইশের সর্দারকে এ কথা বলছ?' অনন্তর তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করলেন। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ আবু বকর ؓ-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তুমি বোধহয় মুসলমানদের অসন্তুষ্ট করে ফেললে। যদি তুমি এদেরকে অসন্তুষ্ট করে থাক; তাহলে তুমি তো তোমার রবকে অসন্তুষ্ট করলে। তথাপি রাসুলুল্লাহ ﷺ কুরবানির পশু জবাইয়ের ক্ষেত্রে

সে পশুটিকেই জবাই করলেন, যা কোনো একসময় আবু জাহলের কাছে ছিল— যাতে করে এটা তাদের ক্রোধের উদ্রেক করে।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রতিভাত হলো যে, আলোচ্য আয়াত বা হাদিসে কিংবা হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনা তাদের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে সাব্যস্ত হয় না; কারণ, এসবের প্রেক্ষাপট আর তাদের বাস্তব অবস্থার মধ্যে সম্পূর্ণ বৈপরীত্য বিদ্যমান। কারণ, তারা প্রাথমিকভাবে নিজেদের পক্ষ থেকেই শান্তিচুক্তির ব্যাপারে আগ্রহী— কোনো দ্বীনি স্বার্থে কিংবা আল্লাহর সম্মানিত বিষয়সমূহের প্রতি সম্মানবোধের কারণে নয়; বরং তাদের এসকল নাটকের মূল কার্যকারণ হলো শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের নীল স্বপ্ন এবং কুফফারগোষ্ঠীর সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে পার্থিব স্বার্থ চরিতার্থ করা।

হাঁ, কোনো বিশেষ স্বার্থে মুসলমানদের ইমামের জন্য সন্ধিচুক্তি করা জায়িয আছে; ইমাম নববি ﷺ এ ব্যাপারে ইজমা (সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত) উল্লেখ করেছেন। দেখুন—সহিহ মুসলিম, শারহুন নববি: ১২/১২৩।

দ্বিতীয় দলের উদ্দেশে আমরা বলবো, আপনাদের কর্মপন্থা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সিরাতের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ। যদিও কাফিরদের বিপক্ষে লড়াই করা একটি আকাঙ্ক্ষিত বিষয়, কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন কাফিরদের মাঝে বাস করতেন, তখন তিনি খুলে খুলে সত্যের বাণী প্রচার করতেন। এ প্রেক্ষিতে তার ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতনের ধারা নেমে আসত। তিনি নীরবে সবকিছু সহ্য করতেন। নিজেও সহ্য করতেন, অন্যদেরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিতেন; যেমনটি সহিহ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে—

عن خباب بن الأرت، قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ قال: «كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض، فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر، حتى يسير

শাইখ মুদ্দাসসির আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আরশাদ লুধি রহ.-এর
দিফায়ে মিল্লাতে ইবরাহিম গ্রন্থের সরল অনুবাদ

মিল্লাতে ইবরাহিমের জাগরণ

শাইখ মুদ্দাসসির আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আরশাদ লুধি রহ.-এর

দিফায়ে মিল্লাতে ইবরাহিম গ্রন্থের সরল অনুবাদ

মিল্লাতে ইবরাহিমের জাগরণ